নাটক

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীনবকুমার গরাই

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, কলিকাতা

১৩৩৬ সাল

প্রকাশক—শ্রীরণেন্দ্র কুমার শীল
"পর্ণকুটীর"
৬, কামারপাড়া লেন, বরাহনগর

পাঁচ সিকা

Naba Kumar Sarkar

প্রিন্টার—শ্রীসুশীল রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
এইচ, এস, প্রেস
বরাহনগর, কলিকাতা

চরিত্র

পুরুষ

কেদারনাথ	জমিদার
যোগীন	ঐ জামাতা
চুনীলাল	ঐ গোমস্তা
রসিকলাল	জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগীনের ঠাকুরদা
নটবর ...	ঐ প্রতিবেশী
রবীন ...	ভবানীর ভাইপো (জমিদার)
বিশুবাবু	ঐ নায়েব
নন্দবাবু ...	মোক্তার
গোবিন্দ ...	ঐ পুত্র
ফণীবাবু ...	যাত্রাদলের অধিকারী
মদন } চন্দ্রকান্ত } ...	যাত্রাওয়ালা

রঞ্জন, ঘটক, পাহাড়াওয়ালা, ইত্যাদি।

—

ভবানী ...	কেদারনাথের স্ত্রী
শঙ্করী	ঐ কন্যা
গৌরী ...	যোগীনের কন্যা
কামিনী ...	রসিকলালের বিধবা কন্যা
জগমোহিনী	নন্দ মোক্তারের স্ত্রী

বিন্দি ঝি ইত্যাদি

মূল চিত্রনাট্য হইতে শ্রীসুবল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা
নাট্যাকারে রূপান্তরিত।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রসিকলালের ঘর

রসিক ও নটবর

রসিক। তুমি যা ব'ললে নটবর, সবই ত' শুনলাম। যাবার জন্যে প্রস্তুতও হ'য়েছি; যাবোও। কিন্তু যাবার আগে পা বাড়াতে ভয়ে যেন পা দুটো জড়িয়ে আসে।

নটবর। ভয়! ভয় কিসের মুখুজ্যেমশাই। হোক তারা বড়লোক। কিন্তু আপনার অশ্রদ্ধা অসম্মান করবে এমন লোক কেদারবাবু নন। বিশেষ করে আপনার মতো একজন দিক্‌পাল কুলীন-শ্রেষ্ঠ মহাশয় ব্যক্তির পায়ের ধূলো পড়লে কেদারবাবু ধন্যি হয়ে যাবেন। টাকায় তিনি যতই বড় হোন, বংশে যে আপনার চেয়ে খাটো এতো নটবর ঘটকের অজানা নেই। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না মুখুজ্যেমশায়—আমি ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি কোন ভয় করবেন না।

রসিক। না নটবর—সে ভয় নয়। কেদারবাবুকে ভয় করছি না, আমার কৌলিন্যের জয়ধ্বজা উড়িয়ে তাঁর সঙ্গে লড়াই করতেও যাচ্ছি না—সুতরাং সে ভয় নেই। ভয় করছি আমাকে—আমার এই সৃষ্টিছাড়া কপালটাকে। এ কপালের আর জোড়া নেই হে নটবর। বারো বচ্ছর ধ'রে যিনি আমার মুখের হাসি কেড়ে

রসিক আলবোলার নলটী মুখ হইতে নামাইলেন

রসিক। কামিনী! কামিনী!

(নেপথ্যে) কামিনী। যাচ্ছি, বাবারে বাবা!

বেহালা বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে যোগীনের প্রবেশ

যোগীন। "সাজো, সাজো লো ধনী চন্দ্রবদনি!
শ্যাম দরশন আশে।"

শুনবে দাদু! গানটা নতুন শিখেছি।

রসিক। নতুনত্বের একটা মোহ আছে বৈকী? তা ভালো। গানটা নতুনই বটে। নতুন জীবন, নতুন যৌবন—যিনি আসছেন, তিনিও নতুন।

যোগীন। সে কি দাদু?

রসিক। সময় মত গানের পদটী বাগিয়েছ ভালো। "সাজো সাজো লো ধনী, চন্দ্রবদনি—শ্যাম দরশন আশে।" বেশ বেশ, এবার মানেটা বুঝিয়ে বলো তো দাদু!

যোগীন। মানেটা আর এমন শক্ত কি? কিন্তু এমন রঙ চড়িয়ে কথা বলতে তো তোমায় অনেকদিন শুনিনি দাদু!

রসিক। মানেটা তো বলতে পারলি না। আমার এই শ্যামচাঁদ মাণিক্যটির দরশন-আশায় ধনী চন্দ্রবদনী কেদার-নন্দিনী সাজতে ব'সেছেন—তাই আজ এই মরা গাঙে বাণ ডেকেছে ভাই!

যোগীন। সত্যিই তো—তাই দেখছি। ব্যাপারটা কি খুলে বলোতো?

রসিক। তোমার চন্দ্রবদনী দেখতে যাচ্ছি ভায়া! আমার নাতবৌ—মস্ত বড়লোকের মেয়ে।

কামিনীর প্রবেশ

কামিনী। কামিনী! কামিনী! কামিনী! আমার বলে মরবার ফুরসুৎ নেই—দিনরাত কেবল ডাকাডাকি। আমায় ডাকছিলে কেন?

রসিক। ঐ ওপরের ঘরে আমার লাঠিটা আছে—নিয়ে আয় তো মা!

কামিনী। লাঠির জন্যে আমাকে রান্নাঘর থেকে টেনে আনলে? কেন, তোমার ঐ নবাব-পুত্তুর নাতিটীকে বলতে পার না? ঐ যে ব'সে ব'সে চব্বিশ ঘণ্টা বেউলো বাজাচ্ছে।

যোগীন। পিসিকে থামিয়ে দাও দাদু! নইলে ভাল কাজ হবে না। এই বেহালা ওর মাথায় ফাটিয়ে দেবো।

কামিনী। দাঁড়া, বাবার লাঠিটা আগে নিয়ে আসি। তারপর তোর বেউলো ফাটানো আমি বার করছি। বেগে প্রস্থান

যোগীন। নাতবৌ দেখতে চললে দাদু! বড়লোকের মেয়ে বলছো, ঝগড়া করতে পারবে তো?

রসিক। কেনরে, বৌয়ের সঙ্গে কি দিনরাত ঝগড়াই করবি?

যোগীন। আমি কেন করবো? কিন্তু ঝগড়া করতে যদি না পারে, তোমার এই মেয়েটি—আমার এই পিসিমাটী যে দেবে বেচারীকে শেষ করে।

লাঠি হস্তে কামিনীর প্রবেশ

কামিনী। কি বললি? আমি দেবো তোর বৌকে শেষ করে? ঝগড়া করতে না পারলে আমি তোর বৌকে দেবো শেষ করে? বলতে লজ্জা করে না? বল্—আর একবার বল, বল?

রসিক। আঃ, থাম না কামিনী। কিছু বলেনি, কিছু বলেনি। দে লাঠিগাছটা দে। বাজাও দাদু, বাজাও তুমি। যা, যা তুই রান্নাঘরে যা। তবু দাঁড়িয়ে রইলি? —যা বলছি···

কামিনী। যাচ্ছি।

প্রস্থান

রসিক। বাজাও দাদু, বাজাও তুমি। গানটা সত্যিই বড় ভালো লেগেছে। বাজাও তুমি, আমি শুনতে শুনতে যাই। খুব ভালো বৌ নিয়ে আসছি। দেখো।

যোগীন পুনরায় বেহালা বাজাইয়া গান ধরিল

রসিক। দুগ্‌গা! দুগ্‌গা! দুগ্‌গা!

নমস্কার করিয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেদারবাবুর বৈঠকখানা

কেদার কাগজ পড়িতেছেন। ভবানী শঙ্করীকে একরূপ টানিতে টানিতে প্রবেশ করিলেন

ভবাণী। এই ছাখো, তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখ।

কেদার। কি হোল আবার ?

ভবাণী। এইমাত্র চুল বেঁধে কাপড় চোপড় পরিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে দিলাম। বললাম তৈরী হ'য়ে থাকতে—এক্ষুনি হয়তো ওঁরা এসে পড়বেন। সে সব খুলে ফেলে দিয়ে পেয়ারা গাছে ব'সে পেয়ারা খাচ্ছেন। গাছ থেকে এইমাত্র নামিয়ে নিয়ে এলাম।

কেদার। ছিঃ ছিঃ শঙ্করী। তুমি এখন বড়ো হ'য়েছো, এখন কী আর গাছে চড়তে আছে ? লোকে দেখলে বলবে কী ?

ভবাণী। তুমিই আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটা খেলে।

কেদার। ও কথা আর কতো শুনবো। কিন্তু ওঁরা হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বেন।

শঙ্করী। আর এসে পড়ে দরকার নেই বাবা। সত্যি বলছি তোমায়। তাহলে কিন্তু এবার আমি কিছুতেই হাসি চাপতে পারবো না। উঃ কি গোঁপওয়ালা শ্বশুরই না সেদিন ধরে নিয়ে এসেছিলে। সেবার সুন্দরবনে জমিদারী দেখতে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলে মনে নেই? ঠিক অমনি একটা বনমানুষ দেখেছিলাম না বাবা ? তোমার মনে নেই ? ঐ যে—

কেদার। ছিঃ মা। ওসব কথা বলতে নেই।

শঙ্করী। হ্যাঁ বলতে নাই। উঃ, বাবাঃ, কি বিশ্রী চেহারা লোকটার। কাইজারের মতো ইয়া গোঁপ, মুসোলিনীর মতো হোংকা মুখ, হিটলারের মতো দুটো রাক্ষসে চোখ! ও দেখলে অন্য লোক তো ভয়ে আঁৎকে উঠতো। আমি শুধু হেসে ফেলেছিলাম।

কেদার উচ্চ-হাস্য করিলেন

ভবানী। তুমি হাসছো? এমনি করেই যে মেয়েটার সর্ব্বনাশ করছো, তা কি তুমি বুঝতে পারছো না? এসব কথা শুনে তোমার হাসি পায়?

কেদার। হাসি পেলো ব'লেই ত' হাসলাম। কিন্তু যাই বলো ভবানী, মেয়ের আমার মাথা আছে। লেখাপড়া করলে, ও একটা মস্ত বড় পণ্ডিত হোত। দুষ্টু মেয়ে, তা তো পড়বে না। পড়াশুনো করলে—

ভবানী বিরক্ত মুখে সরিয়া বসিল

কি স'রে বসছো যে?

ভবানী। স'রে বসবো না? এমনিতেই এই—পড়াশুনো সুরু হোলো তো—

শঙ্করী। বাবা! মা যেন একটা কি! আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না।

কেদার। ছিঃ শঙ্করী। মা তোমাকে এতো ভালবাসেন। অমন কথা বলতে নেই।

শঙ্করী। হ্যাঁ নেই। সত্যি বাবা, মা আমাকে তুচক্ষে দেখতে পারে না; কিন্তু খু-ব ভালবাসে।

ভবানী। সে আবার কিরে! দেখতেই যদি না পারলাম, তাহলে ভালবাসবো কি করে?

শঙ্করী। সেইটেই তো মা বুঝতে পারি না। আমি শুধু বুঝি তুমি খু-ব ভালবাসো। কিন্তু তুমি আমায় তুচক্ষে দেখতে পারো না।

দ্রুত ছুটিয়া প্রস্থান

ভবানী হাসিতে লাগিলেন

কেদার। এইবার তুমি যে বড়ো হাসছো? সেইজন্তেই তো বলি ভবানী, চেষ্টা করে গম্ভীর হ'য়ে থাকার চেয়ে হাসাটা ভালো। তাতে আর কিছু না হোক, মনের ময়লা তো কাটে। মা আমার হাসতেও জানে—হাসাতেও জানে। তাই না আমার কাছে মায়ের এতো আদর?

ভবানী। কিন্তু সংসারে বাস করতে হ'লে হাসির উল্টোপিঠ্টা যে একেবারেই ফাঁকি দিয়ে যেতে পারবে, এ কথা কে বলতে পারে? এতবড়ো আশীর্ব্বাদ বোধকরি ভগবান একটী মাত্র মানুষের জন্তেও তুলে রাখেন নি। সুতরাং আমাদের বেলাতেই বা—

কেদার। থামো, থামো, থামো। দেখ ভবানী, তোমার এই দার্শনিক তত্ত্ব আমার মাথায় ঠিক ঢোকে না। কি বলতে চাইছো, একটু স্পষ্ট করে বল দেখি।

ভবানী। বলছি—মেয়ের বিয়ে কি সত্যিই তুমি দেবে? এমনি হেলা ফেলা করলে দুচার বছরের মধ্যেও যে মেয়ের বিয়ে হ'বে—এমন তো মনে হয় না। আমি আর কতো বলবো? আর বেশী বললে তুমিই বা কি মনে করবে? শঙ্করীও হয়তো ভাবতে পারে—আমি শত হলেও—সংমা। তা ড়াতে পারলেই যেন বাঁচি।

কেদার। না-না-না! সে একটা কথাই হোল না। সে দোষ তোমাকে শঙ্করীও দেবে না—আমিও কোনদিন ভাবি না। স্নুতরাং তোমার এ ভাবনার কোন মূল্যই নেই। আমি কি সত্যি সত্যি ভাবি জানো? ভাবি, সেদিনের সেই মেয়েটা, গুটী গুটী ক'রে আমার আশে পাশে সে হেঁটে বেড়াতো সেই আমার ছোট্ট শঙ্করী মা, কোন ফাঁকে এতো বড়টি হ'য়ে উঠলো?

ভবানী। মেয়েদের বয়স এমনিই বাড়ে। তার জন্যে ভেবে কোন লাভ নেই। আজ না-হয় কাল মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে।

কেদার। তা হবে। জানি। কিন্তু মেয়েটা যে পরের ঘরে চ'লে যাবে ভবানী। বড্ড ছেলেমানুষ, সংসারের কিছুই শেখেনি। কোথায় যাবে, কি হবে, ভেবে এক এক সময়ে কূলকিনারা পাই না কিছু।

ভবানী। থামো দেখি। মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেলো নাকি?

কেদার। বুদ্ধি হয়তো আমার লোপ পেয়েছে বলতে পারো, কেন না স্নেহে অন্ধ আমি। কিন্তু ভবানী, শঙ্করীর সম্বন্ধে তা তো

বলা চ'লবে না। ও ছেলেমানুষ সেটা ঠিক—কিন্তু তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা, তাকে চিন্‌তে ত' সে ভুল করে নি। সে দুষ্টু, চঞ্চল সত্যি, কিন্তু এও কি সত্যি নয় ভবানী, যারা দলবল নিয়ে আসে মেয়ে দেখতে, তাদের ওপর বিরক্তি না এসেই পারে না। হিন্দুসমাজ, আর মেয়ের বাপ আমি তাই চোখ বুঁজে থাকি চুপ করে। না হ'লে হতভাগাদের এই স্পর্দ্ধা কি সহ্য হয় ভবানী যে জমিদার কেদার চৌধুরীর মেয়েকে দেখতে এসে কতকগুলো অসভ্য বর্ব্বর বেয়াদপীর চূড়ান্ত ক'রে যাচ্ছে। কেউ হাতটা টিপে দেখছে, কেউ চুলের খোঁপাটি খুলে নিয়ে পরীক্ষা করছে, কেউ বা হাঁটিয়ে নিয়ে পরখ করছে মেয়ে খোঁড়া কিনা—যেন তারা হাটে এসেছে নগদ মূল্যে কতকগুলো গরু বা ছাগল কিনতে। এমন লোক কি একজনও এসেছে আজ পর্য্যন্ত যার ব্যবহার থেকে ঐ ছোট্ট কচি মেয়েটা বুঝতে পারে যে তাকে আবাহন করে নেবার জন্যে—আপন করে নেবার জন্যে সত্যিকার আগ্রহ কারও আছে।—

ভবানী। যা বলেছ সে কথা খুবই সত্যি। কিন্তু উপায় কি বলো? সকলের যা সইতে হ'য়েছে, আমাদেরও তা সইতে হবে বৈকি। আর তা ছাড়া সকল ছেলের বাপই যে ঐ রকম অসভ্য হবে, তারই বা কি মানে আছে?

কেদার। তুমি জাননা—তাই বলছো। তবে হ্যাঁ, নটবর বলছিল বটে যে আজ যাঁরা আসবেন, তাঁরা খুব সদাশয় ব্যক্তি। খুব উচ্চ কুলীনের বংশ—বনিয়াদী ঘর। তবে অবস্থা এখন প'ড়ে

গেছে। হয়তো তাই ভদ্রতাও একটু আশা করা যেতে পারে।

বাহিরে কাশির শব্দ

ভবানী। ওগো! ওঁরা তো এসে পড়েছেন। তুমি শীগগির করে শঙ্করীকে সাজিয়ে দিয়ে এখানে আসতে বল।

ভবানীর প্রস্থান

ততক্ষণে রসিক ও নটবর প্রবেশ করিয়াছেন

রসিক। সাজতে হবে না—সাজতে হবে না। যেমন আছে তেমনি নিয়ে আস্থন। ওতেই হবে। আপনিই কেদারবাবু?

নটবর। হ্যাঁ ইনি।

কেদার। নমস্কার, বস্থন! পাঁচু তামাক নিয়ে আয়।

শঙ্করী আসিল। পাঁচু তামাক দিয়া চলিয়া গেল। কেদার শঙ্করীর কাণে কাণে কি বলিলেন।

রসিক। কিছু শেখাতে হবে না—ও ঠিক আছে। এইটিই আপনার মেয়ে?

কেদার। আজ্ঞে হ্যাঁ!

রসিক। বাঃ বেশ! খাসা, চমৎকার মেয়ে! কেমন পরিষ্কার চোখ, নাক,—ওকে আর কিছু শেখাবার দরকার নেই। তুমি এইদিকে এসে বসো তো মা!

কেদার। যাও, ঐখানে গিয়ে বসো, প্রণাম করো।

শঙ্করী রসিককে প্রণাম করিয়া নিকটে বসিল

রসিক। বেঁচে থাক মা!

হাত দিয়া শঙ্করীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন

বেশ বেশ! বড় ভাল মেয়ে নটবর।

নটবর। তা হবে না! কার মেয়ে বলুন। কুলে, মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এ মুল্লুকে ওঁর তো জোড়া নেই। কি বলেন মুখুয্যেমশাই।

রসিক। তা তো বটেই। এ অঞ্চলের ওরাই তো মাথা। মশায়ের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও, আপনাদের আর কে না চেনে? —বাঃ বেশ তো আপনি! এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন? বেশ মানুষ! বসুন, বসুন কেদারবাবু।

কেদার। (বসিয়া) আমাকে আর বাবু ব'লবেন না। আমি আপনার ছেলের মতো।

রসিক। বাঃ বাঃ বেশ কথা, বেশ কথা। —বেশ মিষ্টি কথা। কুটুম্ব তো এই রকমই চাই। আমার যোগীনের এমনি একজন অভিভাবকেরই দরকার নটবর। আমার কথা তো সব শুনেছ বাবাজী! আমার ছেলেটী মারা গেছে—তা প্রায় বারো বছর হবে। যোগীন তখন নিতান্ত ছোট। ধরতে গেলে এক রকম আমিই মানুষ ক'রেছি। একটী মাত্র নাতি—একটুখানি আদর দিয়ে ফেলেছি।

নটবর। হেঁ, হেঁ, এঁরও ঠিক তাই। ওঁরও ঐ একটিমাত্র মেয়ে কিনা, উনিও একটুখানি—বুঝতেই তো পারছেন।

রসিক। হ্যাঁ, কি বলছিলাম? আমার বাড়ীতে আমার ঐ

একটী মাত্র নাতি, আর একটীমাত্র বিধবা মেয়ে। আর কেউ নেই। তোমার মেয়ের কোন কষ্ট হবে না বাবাজি। মেয়ের কি নাম।

কেদার। বল—নাম বল।

শঙ্করী। শ্রীমতী শঙ্করী দেবী।

রসিক। শঙ্করী, শঙ্করী! ঠিক হবে। যোগীন্দ্র হচ্ছে শঙ্করের নাম। শঙ্কর আর শঙ্করী। বেশ মেয়ে—বেশ মেয়ে। বেশ মানাবে।

নটবর। পছন্দ হয়েছে?

রসিক। খুব পছন্দ হয়েছে। ধান দুর্ব্বো নিয়ে এসো নটবর। আমি আজই পাকাপাকি ব্যবস্থা করে যাই। আজ আমার আনন্দের দিন।

নটবরের প্রস্থান

মনে করছি প্রাণ খুলে একটু হাসবো, কিন্তু দেখেছ বাবাজী চোখে শুধু জলই আসছে।

কেদার। দেনা পাওনার কথাটা তাহলে—

রসিক। দেনা কিসের বাবাজী! তোমার একমাত্র মেয়েকেই যখন আমি নিয়ে গেলাম—তখন আর বাকী রাখলাম কি?

নটবরের পশ্চাতে পাঁচু ধানদুর্ব্বা লইয়া প্রবেশ করিল

রসিক। হ্যাঁ একটা কথা, আগে বলে নিই। শোন মা! না মা আর বলি কেন—দিদিমণি, তুমি আমার দিদিমণি হবে। দেখ দিদি! আজ বারো বছর আমি হাসিনি—আমার ছেলে,

শঙ্করী। যাও !

যোগীন। ঐ ছাখো। আবার লজ্জা ছাখো। এখানে তো কেউ দেখতে আসছে না—ভয় করছো কাকে ?

শঙ্করী। না, তুমি আগে খাবে, তারপর আমি খাবো। মেয়েদের আগে খেতে নেই।

যোগীন। আগে না হয় না খেলে। একসঙ্গে খাবো ?

শঙ্করী। না, তাও না।

যোগীন। তাহলে আমি খাবো না।

শঙ্করী। তাহলে আমিও দেবো বলে।

যোগীন। কি বলবে ?

শঙ্করী। বলবো দাদু, তোমার এই নাতিটী চোরের মতো পাঁচিল টপকে এইমাত্র বাড়ী ফিরলো। আর তাতেই ধুপ্ করে শব্দ হয়েছে।

যোগীন। কই বল না দেখি। দেবো তাহলে ঐ জানলা দিয়ে নীচে ফেলে।

শঙ্করী। হুঁ, ভারী গায়ের জোর হয়েছে। কই দাও না।

যোগীন। পারি না ভেবেছ ? দেখবে ?

শঙ্করী। হুঁ, দেখবো।

শঙ্করী বলিল বটে কিন্তু ভয়ে খাটের চতুর্দ্দিকে ছুটীতে লাগিল
যোগীন তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল

যোগীন। আচ্ছা ছাখো তাহলে। পালাচ্ছ কেন ?

শঙ্করী। কই পালাচ্ছি ?

যোগীন। পালাচ্ছো না ?

শঙ্করীকে ধরিয়া ফেলিল

এইবার ?

শঙ্করী। হ'য়েছে হ'য়েছে ছাড়ো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। দাদু জেগে র'য়েছে। শুনতে পেলে কি বলবে ?

যোগীন। বলো হেরে গেলে ?

শঙ্করী। হুঁ, গেলাম।

যোগীন। যাক ক্ষমা করলাম।

বলিয়াই শঙ্করীর হাত ছাড়িয়া দিয়া পিঠে দুম্ করিয়া এক কিল বসাইয়া দিল

হঠাৎ সেই সময়ে কথা বলিতে বলিতে রসিকলাল প্রবেশ করিল

রসিক। তাল কি তোমার পিঠে পড়লো দিদিমণি ?

যোগীন। তুমি আবার কি জন্যে—আঃ কি রকম বেরসিক মানুষ—তুমি এখান থেকে যাওনা ? তুমি আবার কি জন্যে এলে ?

শঙ্করী। না দাদু, তুমি ব'সো।

রসিক। (দুইজনকে জড়াইয়া ধরিয়া) বকিস্ নি দাদু, আজ আমাকে বকিসনি। আমাকে বকিসনি। রসিকলাল চিরকাল বেরসিক ছিল না। আজ আমি বারো বচ্ছর পরে হেসেছি দাদু ! ওরে নাতবৌ, ওরে দিদি ! ওকে বারণ কর—ওকে বকুতে বারণ কর। আমি হাসবো, আজ আমি হাসবো।

চতুর্থ দৃশ্য

ক—রসিকের বাড়ীর দাওয়া

শঙ্করী পিসিমার খাবার জন্য জায়গা করিতেছিল, খাবার তখনো দেওয়া হয় নাই। এমন সময়ে কামিনী প্রবেশ করিল

কামিনী। হ্যাঁ বৌমা! একি কাণ্ড বলোতো তোমার? ডালে মোটে নুন্ দাওনি আর এঁচোড়ের ডালনা একেবারে নূনে পুড়িয়ে দিয়েছ। যোগীন মুখে দিতে পারলে না—রাগ করে উঠে গেল।

শঙ্করী। উঠে যাবার কি দরকার? ডালের সঙ্গে ডালনা মিশিয়ে নিলেই পারতো?

কামিনী। থামো বচনবাগীশ মেয়ে। কথার আর উত্তর দেয়না। এতখানি বয়স পর্য্যন্ত কি করতে বাপের বাড়ীতে?

শঙ্করী। আর যাই করি রাঁধতাম না।

কামিনী। রাঁধতে না?

শঙ্করী। না রাঁধবার দরকার হোত না। ঠাকুর ছিল।

কামিনী। তা বড়লোকের মেয়ে। ঠাকুর একটা সঙ্গে আনলেই পারতে।

শঙ্করী। ঠাকুর তো বাড়ীর বৌ নয়? আনলেও আপনার জ্বালায় টিকতো না।

কামিনী। কি বললি? আমার জ্বালায়?

শঙ্করী। না আপনার মিষ্টি কথার জ্বালায়। এই রইল আপনার

খাবার। দেখুন, আপনি আমাকে কিছু বলবেন না। যা হয় আপনার ভাইপোকে বলবেন।

প্রস্থান

কামিনী। কোথায় যাওয়া হচ্ছে রাজকন্যের ?

Stage revolves in light

দৃশ—রসিকলালের ঘর

রসিকলাল মহাভারত পড়িতেছিলেন

শঙ্করীর প্রবেশ

শঙ্করী। দাদু ! তোমার এই মেয়েটা কি রকম ? চব্বিশ ঘণ্টা ট্যাক্ ট্যাক্ করে। আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি আর এখানে থাকবো না।

রসিক। ছিঃ দিদি ! এটা তোমার নিজের ঘর। ও কথা কি বলতে আছে।

শঙ্করী। না, পিসিমার সঙ্গেও বনবে না—তোমার নাতির সঙ্গেও বনবে না।

রসিক। পিসিমার সঙ্গে না হয় না বনলো, কিন্তু নাতির সঙ্গে বনবে না কেনো ?

বেহালা হাতে যোগীনের প্রবেশ

যোগীন। নুনে পোড়া এঁচোড়ের ডালনা আমি যদি খেতে না পারি।

শঙ্করী। আমি যদি ওর চেয়ে ভাল রাঁধতে না পারি।

রসিক। ওতেই হবে দিদি, ওতেই হবে। তুমি ওর খাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে একটু হেঁসো—তা হলেই তরকারীর নুন ঝাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

হাসিলেন

শঙ্করী। হ্যাঁ হবে। তোমার কথাতেই হবে। তুমি যখন খাবে দাদু, তখন আমি না হয় কাছে দাঁড়িয়ে হাসবো। আর কারো খাতির করা আমার পোষাবে না।

যোগীন। শোনো দাদু শোনো। আমি হলাম "আর কেউ"? নাঃ আমি আর এ বাড়ীতে থাকবো না। বিবাগী হয়ে পালিয়ে যাব।

শঙ্করী। থামো, থামো! আর কথা বোলো না। বিবাগী হয়ে পালিয়ে যাওয়া অমনি সোজা কথা কিনা। তরকারীতে নুন বেশী হলে যার খাওয়া হয় না—সে যাবে পালিয়ে। কৈ যাও না।

যোগীন। আচ্ছা এখনকার মত চললাম বেহালা বাজাতে। ফিরে এসে তারপর দেখাবো মজা। (প্রস্থানোদ্যত)—ভালো কথা, দাদু, বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম—পুরানো বেহালাটায় আর কাজ চলছে না। আর—তা ছাড়া এখন বড়লোকের জামাই হয়েছি। এখনো বারো টাকার বেহালা বাজাবো? ছিঃ, লোকে বলবে কি? পঁচিশ টাকা দিতে হবে দাদু।

রসিক। সে সব পরে হবে, তুই এখন যা।

যোগীন। আচ্ছা চললাম। দিতে হবে কিন্তু।

শঙ্করীর মাথায় একটা চাটি মারিয়া প্রস্থান

শঙ্করী। উঃ, দেখলে দাদু!

রসিক। দেখলাম বই কি!

শঙ্করী। হুঁ দেখলে। তবু তোমার আদুরে গোপাল নাতিকে কিছু বলবে না।

রসিক. তা একঘরে ঘর করতে হলে এক আধটা চড় চাপড় অমন খেতে হয়। শোনো দিদি শোনো টাকার কথায় একটা ভাল কথা মনে পড়েছে। তোমার বাবাকে লিখেছিলে সেই একহাজার টাকার কথা?

শঙ্করী। না। আমি বাবাকে টাকার কথা লিখতে পারবো না। তুমি ভারী কেপ্পন দাদু!

রসিক। আমি কেপ্পন?

শঙ্করী। নয়তো কি? টাকা দিয়ে কি হবে?

রসিক। তোমার নামে সম্পত্তি কিনবো। যোগীন যে রকম বাউণ্ডুলে, কিছু রাখবে বলে তো মনে হয় না।

শঙ্করী। না রাখে, না রাখবে। তুমি বুড়ো মানুষ—খাও দাও চুপটী করে বসে থাকো। তোমার কি?

রসিক। তোমার কষ্ট হবে যে দিদি।

শঙ্করী। তা হোক। তুমি ত তখন মরে যাবে। তুমি তো আর দেখতে আসবে না।

রসিক। হুঁ। মরে যাবো না? ছেলে মরেছে, জামাই মরেছে, আমিও মরবো। হ্যাঁ মরবো, মরে যাবো। কিন্তু কবে?

শঙ্করী। আমি যাই। দেখি আবার পিসিমা খাবার ফেলে ~~এসেছি~~।

প্রস্থান

গ—রসিকের বাড়ীর দাওয়া

কামিনী আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। শঙ্করী দুধের বাটী দেখিতে দেখিতে বলিল

শঙ্করী। ওমা! দুধটা কে খেলে? পিসিমা, পিসিমা, ও পিসিমা!

কামিনী। কি?

শঙ্করী। ওমা! এখানে কেন (কাছে যাইয়া) শুয়ে পড়লেন যে? খাবেন না?

কামিনী। না।

শঙ্করী। কেন?

কামিনী! আমার জ্বর হয়েছে।

শঙ্করী। ওমা সেকি? এর মধ্যে জ্বর হল? কৈ দেখি?

কামিনী। যা, যাঃ—আমার গায় হাত দিসনি। অতো ভালবাসায় কাজ নেই। আমি খাবো না—আমার খুশী।

শঙ্করী। বেশ! তাহলে আমি চললাম। খাবার আপনার রইল প'ড়ে।

প্রস্থান

শঙ্করী চলিয়া গেল। কামিনী আস্তে আস্তে উঠিলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া গোগ্রাসে রুটী তরকারী খাইতে লাগিলেন। শঙ্করী কিন্তু লুকাইয়া দেখিতেছে

শঙ্করী। (নেপথ্যে) আর কিছু দেবো পিসীমা?

কামিনী। (চমকিয়া) আঃ মরণ; খাবারগুলো দেখছিলাম তাও তোর সহ্য হোলনা? আমি খাচ্ছিলাম?

শঙ্করী। (ঘরে প্রবেশ করিয়া) একগ্লাস জল দেবো পিসিমা?

কামিনী। জল দেবো? আমার সঙ্গে হাসি-মস্করা হ'চ্ছে? তবে এই নেঃ।

খাবারের পাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহা শঙ্করীর পায়ে লাগিল

শঙ্করী। উঃ।

রসিক। (নেপথ্যে) কি হোল রে কামিনী?

শঙ্করী। কিছু হয়নি দাদু!

রসিক। (প্রবেশ) হয় নি? কি এসব? কে ছড়ালে?

কামিনী। তোমার এই নাতবৌটী বড় সহজ মেয়ে নয় বাবা।

রসিক। কামিনী! তুই কি কাউকে দেখতে পারিস না? কারও মুখ কি তোর সহ্য হয় না?

কামিনী। কেন হবে? আমি খুব সুখে আছি, তাই আমি তোমার নাতবৌর সুখ দেখে আহ্লাদে আটখানা হবো।

প্রস্থানোদ্যত

রসিক। শোন্ কামিনী!

কামিনী। কি শুনবো?

রসিক। নাতবৌয়ের সঙ্গে কেন ঝগড়া করিস্? শ্বশুরবাড়ী থেকে তো একদফা ঝগড়া করে পালিয়ে এলি। আবার এখানেও যদি কারও সঙ্গে বনিয়ে চলতে না পারিস্ তাহলে এই ত্রিসংসারে তোর কোন চুলোয় জায়গা হবে বলতে পারিস্?

কামিনী। তাই ব'লে কি ভাইপো-বৌয়ের খোসামোদি ক'রে এ বাড়ীতে ভাত খেতে হবে নাকি?

রসিক। না—ঐ কচি মেয়েটার সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে।

কামিনী। উঃ, কচি মেয়ে! এতদিন বিয়ে হয়নি তাই। বিয়ে হ'লে সাত ছেলের মা হতো। পাড়ার লোকের কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই। বলে' অতো বড় ধিঙ্গী মেয়ে তোমরা ঘরে আন্‌লে কি ক'রে? ও মেয়ের কি জাত-জন্মের কিছু ঠিক—

রসিক! কামিনী! একথা যেন দু'বার তোর মুখে না শুনি।

কামিনী। বেশ! আমাকে তাড়িয়ে দাও। ভিক্ষে মেগে খাবো। লোকের বাড়ীতে গিয়ে ভাত রাঁধবো। তোমার মান বাড়বে।

রসিক। তোর বরাতে তাই আছে হয়তো।

প্রস্থান

কামিনী। ও মাগো! তুমি কোথায় গেলে গো! আমাকে কাদের কাছে ফেলে রেখে গেলে গো!

বিলাপ করিতে করিতে প্রস্থান

চূণীলাল। (নেপথ্যে) রসিকবাবু! মুখুয্যে মশাই! শঙ্করী!

শঙ্করী। চূণীকাকা!

ছুটিয়া প্রস্থান

Stage revolves in light

ঘ—রসিকের ঘর

রসিক নাই। চূণীলাল বসিয়া আছে। শঙ্করী তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল

শঙ্করী। চূণীকাকা!

চূণীলাল। তোকে নিতে এলাম শঙ্করী! হ্যাঁরে তোদের বাড়ীতে কে যেন কাঁদছিল ব'লে মনে হ'ল?

শঙ্করী। কৈ না? ও কিছু না, কিছু না।

চূণীলাল। কিছু না? আমি শুনলাম—আর কিছু না বললেই হ'ল? আমার কাছে লুকোচ্ছিস? কেউ মারা টারা গেছে নাকি রে?

শঙ্করী। না, না। ও আমাদের বাড়ীর একটা পাগলী ঝি।

জানালা দিয়া কামিনী উঁকি মারিয়া বলিল

কামিনী। কি বললি?

শঙ্করী। আঃ!

কামিনী। (প্রবেশ করিয়া) কি বললি লা পোড়ারমুখী? আমি পাগলী ঝি? (চূণীলালের প্রতি) তুমি কে হে? তুমি কে? বৌয়ের বাপের বাড়ীর লোক বুঝি? বলি চাকর না গোমস্তা?

চূণীলাল। দয়া করে যা বলেন।

শঙ্করী। আঃ, তুমি ভেতরে যাও না!

কামিনী। কেন—তোর ভয়ে?

শঙ্করী। পিসিমা?

কামিনী। আঃ, ঢং দেখ। ঝি ব'লে আবার পিসি কেন? বাপের বাড়ীর ঐ মিন্‌সে রয়েছে, নইলে—বলি ওহে বৌয়ের বাপের বাড়ীর লোক! তোমার বাবুকে ব'লো—মেয়েটীকে তো একেবারে জন্তু ক'রে রেখেছ। কাজকম্ম তো জানেই না, তার ওপর যা বচন, শুনলে গা জ্বালা করে।

রসিক প্রবেশ করিলেন। চূণীলাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কামিনী। আবার লেগেছিস্। কে?

শঙ্করী। দাদু! ইনি চূণীকাকা—আমাদের নায়েব।

রসিক। তা দাঁড়িয়ে কেন? বসুন! বসুন! কামিনী তুই ভেতরে যা।

কামিনী। নাতবৌয়ের গুণপনা সব ব'লো।

প্রস্থান

রসিক। বসুন, বসুন।

চূণীলাল। আপনি বেশ আনন্দে আছেন দেখছি।

রসিক। তা হ্যাঁ। পরমানন্দেই আছি।

চূণীলাল। বাবু এই চিঠিখানা দিয়েছেন।

রসিক চিঠি পড়িতে লাগিলেন

শঙ্করী। কিন্তু চূণীকাকা, তোমাকে আগে থেকেই একটা কথা ব'লে রাখছি।

চূণীলাল। কি?

শঙ্করী। দাদুর কথায় তুমি ভুলোনা। দাদু এক্ষুনি তোমার কাছে এক হাজার টাকা চেয়ে বসবে। বলবে দিদির নামে সম্পত্তি কিনতে হবে। খবরদার বলছি, তুমি বাবাকে বোলনা। আমার ভারী লজ্জা করবে। দাদুর মেলা টাকা আছে, কিন্তু ভারী কিপ্টে, ভারী কেপ্পন্।

রসিক ও চুণী হাসিয়া উঠিলেন

চূণীলাল। তুই তেমনি দুষ্টুই র'য়ে গেলি।

রসিক। পাগলী মেয়ে, আমি কেপ্পন্? তোমাকে কে বল্লে দিদি?

শঙ্করী। আবার কে বলবে। তোমার নাতি ব'লেছে।

রসিক। কিন্তু আমি যদি বলি, ঐ এক হাজার টাকা না হ'লে, তোমাকে বাপের বাড়ী যেতে দেবো না?

কামিনী জানালা হইতে উঁকি মারিয়া

কামিনী। হেঁ হেঁ বাবার বুদ্ধি আছে—দে জবাব দে।

রসিক। কামিনী! আবার? যা।

কামিনী। যাচ্ছি।

প্রস্থান

চুণীলাল। তাহলে শঙ্করী, টাকা না পেলে যদি উনি তোমাকে না যেতে দেন?

শঙ্করী। উঃ, ভারী আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। আমি যাবো না। কেন? আমি কি জলে প'ড়েছি নাকি? আমি বেশ আছি। আমি এখান থেকে কিছুতেই যাবো না। এই বসলাম আমি দাদুর গা ঘেসে— তাড়াক দেখি আমাকে।

রসিক। বটে! বটে! আবার বাপের জন্যে কাঁদতে বসবে নাতো দিদি?

শঙ্করী। হ্যাঁ, আমি দিনরাত ব'সে ব'সে বাবার জন্যে কাঁদি কিনা। হ্যাঁ চুণীকাকা! বাবাও আমার জন্যে--

চুণীলাল। তা কি আর আমরা দেখতে পাই মা? হ্যাঁ, কাঁদেন বৈকি লুকিয়ে লুকিয়ে।

রসিক। তা আর কাঁদবে না? এমন লক্ষ্মী প্রতিমা পরের ঘরে তুলে দিয়ে কোন বাপ কি আর না কেঁদে থাকতে পারে? তা আপনি তাঁকে ব'লবেন—তাঁর মেয়েকে তিনি নিয়ে যাবেন—এতে আর কথা কি? হ্যাঁ ভালো কথা দিদি! তোমার বাবা লিখেছেন, বাড়ীতে রাধামাধবের ফুলদোল, তাই এঁকে পাঠালেন তোমাকে নিয়ে যেতে। কিন্তু (চুণীর প্রতি) কেদার বাবু যে লিখেছেন জরুরী দরকারে কোথায় ওঁরা চ'লে যাচ্ছেন—ব্যাপারখানা কি?

শঙ্করী। তাই নাকি? কোথায় গেছেন চূণীকাকা?

চূণীলাল। হঠাৎ রতনপুর থেকে তার এসেছে। তোমার মামা-মামীর ভারী অসুখ। তবে ওঁরা গিয়েই চ'লে আসবেন! বাড়ীতে কাজ—ইচ্ছে থাকলেও তো দেরী করবার উপায় নেই। তাহলে মুখুয্যে মশাই! একটী ভাল দিন দেখে…

রসিক! হ্যাঁ নিশ্চয়ই! এমন রত্ন আমি স্বার্থপরের মতো বাক্স বন্দী ক'রে রাখলে বাবাজীর যে কিভাবে দিন যাবে তা কি আর আমি বুঝি না? নিশ্চয়ই যাবে—দু'চার দিনের মধ্যে ভাল দিন দেখে নিয়ে যাবেন—আর গরীবের ঘরে কষ্ট ভোগ ক'রে যাবেন। দিদিমণি! তোমার চূণীকাকার খাবার ব্যবস্থা করো। কিন্তু ভুলোনা যেন তোমার কাকা হ'লেও আমাদের কুটুম। আদর যত্নের ক্রুটী হ'লে তোমারই নিন্দে হবে।

রসিক ও চূণী হাসিয়া উঠিলেন

শঙ্করী। ব'সো চূণীকাকা! দাদুর সঙ্গে ব'সে গল্প করো। আমি তোমার খাবার ব্যবস্থা করি গে।

প্রস্থান

রসিক। লক্ষ্মী মেয়ে! বুঝলেন চূণীবাবু, লক্ষ্মী মেয়ে। এমন মেয়ে হয় না। হাসিতে, আনন্দে, দুষ্টুমিতে আমার ভাঙ্গা ঘর একেবারে আলো করে রেখেছে।

চূণীলাল। তাহলে আপনি সুখী হ'য়েছেন?

রসিক। খুব! খুব! সত্যি চূণীবাবু! আবার হাসতে শিখেছি। বড় ভালো মেয়ে—বড় ভালো।

পঞ্চম দৃশ্য

ক—কেদারবাবুর ঘর

শঙ্করীকে লইয়া টানিতে টানিতে যোগীনের প্রবেশ

শঙ্করী। আঃ ছাড়ো! ছাড়ো! কি যে করো তুমি? বাড়ী ভর্ত্তি সব লোকজন। তার ওপর বাবার ঘর—এখুনি হয়তো তিনিই এসে পড়বেন।

যোগীন। আরে সেই জন্যেই তো ডাকছি। তিনদিন এসেছি—এর মধ্যে একছিলিম তামাকও টান্‌তে পাইনি। তুমি একটু পাহারা দাও দেখি! আমি ততক্ষণ শ্বশুরমশায়ের গুড়গুড়িটা থেকে গোটাকত টান দিয়ে নিই।

শঙ্করী। কী যে বলো তুমি! বাড়ীভর্ত্তি লোক গিজ্‌গিজ্‌ করছে, তা কি কখনো হয়? আর দুটো—

যোগীন। খুব হয়—খুব হয়—তুমি একটু নজর রাখো দেখি।

গুড়গুড়ির নল ধরিয়া জোরে জোরে টান দিতে লাগিল। কিন্তু তামাক ছিল না বলিয়া—বিকৃতমুখে নলটা ছুঁড়িয়া ফেলিল

যোগীন। দুত্তোর—জমিদার বাড়ীর নিকুচি করেছে ছ্যাখো—ভালো চাও তো আমার তামাকের একটা ব্যবস্থা করে দাও।

শঙ্করী। আর দুটো দিন কষ্ট করে থাকো লক্ষীটি। ফুলদোলটা হয়ে যাক্‌। তুমি নতুন জামাই এসেছো—মাত্র ছ'মাস হোলো বিয়ে হয়েছে—এরি মধ্যে তোমার জন্যে এখন বাড়ীর লোকের কাছে তামাক চাই কি করে বলো ত? আমার লজ্জা করে না?

যোগীন। আরে চাইতে হবে কেন? চাইতে লজ্জা হয়—চাকরটাকে একটু টিপে দিলেই তো হয়। শ্বশুরমশায়ের জন্যে ত' তামাক সাজেই—ওই সঙ্গে লুকিয়ে আমার জন্যেও না হয়—

শঙ্করী। না—সে আমি বলতে পারবো না। তোমার পায়ে পড়ি· লক্ষ্মীটি! আর দুটো দিন কষ্ট করে থাকো। এদিকে আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। মা ওঘরে আমার জন্যে বসে আছেন। আমি যাই—কেমন? লক্ষ্মীটি রাগ করোনা।

প্রস্থান

যোগীন। বেশ! দিব্যি মোলায়েম করে ত বলে গেলেন—"রাগ কোরো না।" সাংঘাতিক মেয়ে তো! একটু রাগ করতেও দেবে না? কিন্তু এদিকে যে—যাক্ গে! বাইরে থেকেই তামাকটার ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে।

সহসা দূরে কাহাকে যেন দেখিয়া

ও দাদা! ও দাদা! এদিকে। আরে লজ্জা নেই—এদিকে এসো। আমার কাছে আর লজ্জা করতে হবে না।

গোমস্তা লজ্জায় সসঙ্কোচে প্রবেশ করিল। হুঁকা কলিকা তাহার পিছন দিকে

গোমস্তা। আজ্ঞে জামাইবাবু! আমায় ডাকছিলেন?

যোগীন। তোমার হাতে ওটা কি?

গোমস্তা। আজ্ঞে—

বিব্রত হইয়া পড়িল

যোগীন। আরে আজ্ঞে টাজ্ঞে নয়। ঐটাই চাই।

বলিয়া শিকারী বাঘের মতো তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল এবং বিনা বাক্যব্যয়ে হুঁকা লইয়া তাহাতে উপর্য্যুপরি টান দিতে লাগিল

গোমস্তা। (সভয়ে) আজ্ঞে হুজুর! এখানে আমাদের আসবার হুকুম নেই। আর কেউ দেখলে শেষে গরীবের অন্নটী মারা যাবে।

যোগীন। আঃ বাঁচালে দাদা। তামাক না খেয়ে মারা গেলাম। হ্যাঁ—কি বলছিলে?

গোমস্তা। আজ্ঞে জামাইবাবু—আমাদের এ ঘরে আসার হুকুম নেই কিনা!......

যোগীন। আরে না না। তোমার সে ভয় নেই। কিছু বললে আমার নাম কোরো। তা হলে আর কেউ কিছু বলবে না।

গোমস্তা! আজ্ঞে তা বটে! তবে......

যোগীন। (আবার তামাক খাইতে খাইতে) তা তুমি বরং একটু নজর রেখো। নেহাৎ শ্বশুরমশাইটী না এলেই হোলো। এখুনি আসবেন না তো?

গোমস্তা। তা বলা যায় না।

যোগীন। তা হলে আর দরকার কি দাদা? হাজার হোক্ গুরুজন মনিষ্যি—তার চেয়ে বরং এসো—নিরিবিলি দেখে একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে—

হঠাৎ কেদারবাবু প্রবেশ করিতে গিয়া অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেলেন

যোগীন। ধেৎ তেরি। দেখেই যখন ফেললেন—তখন ভালো করেই টানা যাক্—না কি বলো?

ভয়ে তাহার মুখে কথা সরিতেছিল না

গোমস্তা। উপায় কি? টান্থন।

হঠাৎ দূরে ঝুমুরের বাজনা শোনা গেল

যোগীন। ওখানে বাজনা কিসের দাদা ?

গোমস্তা। ঝুমুরের গান হ'বে—তারই তোড়জোড় চলছে।

যোগীন। শ্বশুরমশায়ের তা'হলে একটু আধটু গান টান আসে—না ? বেশ রসিক লোক। কি বললে—ঝুমুর ?

গোমস্তা। আজ্ঞে হ্যাঁ—ঝুমুর।

যোগীন। তা কখন আরম্ভ হ'বে ?

গোমস্তা। এক্ষুনি আরম্ভ হ'বে—ওই তো সঙ্গীত সুরু হয়েছে।

যোগীন। বেশ ! চলো যাওয়া যাক্—গান শুনে আসি।

গোমস্তা। সে কি ? আপনি আসরে যাবেন ?

যোগীন। নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! গান পেলে আমার আর কিচ্ছু চাই না।

গোমস্তা। কিন্তু···

যোগীন। আবার কিন্তু কি ?

গোমস্তা। আপনারা সব কর্ত্তাপক্ষ। ওপরের ওই বারান্দায় বসে' দেখবেন। সেই ব্যবস্থাই চিরকাল ধরে' চলে এসেছে। ওখানে আসরে গিয়ে বস্‌লে কর্ত্তাবাবু আবার রাগ কর্ত্তে পারেন।

যোগীন। আরে রেখে দাও তোমার কর্ত্তাপক্ষ। চলো চলো।

গোমস্তা। কিন্তু আপনি শত হলেও বড়লোকের জামাই। যত সব ছোটলোকের গা ঘেঁসে বস্‌লে—

যোগীন। আমার জাত যাবে—এই তো। আরে শ্বশুরমশাই বড়লোক হতে পারেন ; কিন্তু জামাই তো আর বড় লোক নন। আর ছোটলোকের গা ঘেঁসে বস্‌লেই যদি বড়লোক ছোট হয়ে যায়—

তাহ'লে আমি ছোটই হবো—চলো !

উভয়ের প্রস্থান

রবীন কেদারবাবুকে টানিতে টানিতে লইয়া প্রবেশ করিল

পশ্চাতে ভবানীও হাসিমুখে প্রবেশ করিল

রবীন। শোনো !

কেদার। কী বলো !

রবীন। এইখানে দাঁড়াও তো।

কেদার। কেন ?

রবীন। আমি তোমায় গুলি করবো !

ভবানী ও কেদার হাসিলেন

কেদার। বেশ ! বেশ ! কিন্তু আমাকে গুলি না করে' ঐ যে ঐ গাছে পাখীটা দেখছো। যাও ত বাবা ওইটাকে গুলি করে এসো। দেখবো কত বড় বাহাদুর তুমি—কেমন ?

রবীনের প্রস্থান

দ্যাখো ভবানী ! তোমার এই কাজটা আমি কিছুতেই ভালো বল্‌তে পারছি না। তোমার এই ভাইপোটিকে আনা বোধহয় তোমার উচিত হোলো না।

ভবানী। কিন্তু কার কাছে রেখে আস্‌বো বলো ? নিজের চোখেই ত দেখে এলে। দাদাকে শ্মশানে নিয়ে গেল—তার পরই বৌদিরও ভেদবমি। বারো ঘণ্টা আগে পিছে দু'জনেই গেল। এই কচি ছেলেটাকে কার কাছে রেখে আস্‌বো ?

কেদার। ছেলের মামার বাড়ীর কেউ নেই ?

ভবানী। আছে সবাই। কিন্তু বিপদের সময় কেউ নেই।

কেদার। তা বটে।

ভবানী। আচ্ছা! তুমি এ কথা কেন বল্‌লে? এমন কথা তো কখনো ব'লো না।

কেদার। কেন বল্‌লাম? বল্লাম্ এই জন্যে যে একটা কথা উঠতে পারে; লোকে ভাবতে পারে আমার নিজের ছেলে নেই, তাই ছেলেটাকে নিয়ে এসেছি পুষ্যি নেবার জন্যে—বিষয় সম্পত্তি তাকে দেবার জন্যে।

ভবানী। ওর বিষয় কে খায় তার ঠিক নেই—ও নেবে তোমার বিষয়! কোন্ দুঃখে? আমি ওকে একটু বড় সড় করেই বিদেয় করে দেবো।

কেদার। তা না হয় দিলে; কিন্তু লোকের মুখ চাপা দেবে কি করে' বলো?

ভবানী। তা'হলে ত সংসারে বাস করাই চলে না।

কেদার। ধরো—মেয়ের শ্বশুর বাড়ী থেকে যদি কোনো কথা ওঠে। বিশেষ করে' তোমার জামাইটি যে প্রকৃতির। এ ক'দিন ধরেই ত দেখছি, তার চাল-চলনটা আমার মোটেই ভালো লাগে না। জানো, একটু আগেই দেখি যে সে এই ঘরে কুঞ্জ গোমস্তার সঙ্গে ইয়ারকি দিচ্ছে; আর এক হুকোয় তামাক খাচ্ছে। কী প্রবৃত্তি!

ভবানী। ও মা! তাই নাকি? কি আশ্চর্য্য! অবশ্য জামায়ের চাল-চলন আমার চোখেও একটু কেমন কেমন ঠেকেছে।

কেদার। ভাবতে পারো ভবানী—এতে আমার কতটা মাথা নিচু হোলো? কোনোদিন কেউ দেখেছে বা শুনেছে যে আমার ঘরে কোনও গোমস্তা ঢুকেছে?—তামাক খাওয়া ত দূরের কথা। কী করবো—? জামাই যে—হাঁটু ধরে' তার হাতে মেয়েকে সম্প্রদান করেছি।

ভবানী। আমার মনে হয়—আমাদের জামায়ের বোধ করি মাথায় একটু ছিট্ আছে।

কেদার। ছিট্ নয়, ছিট্ নয়—একটি হাড় বখাটে!

হঠাৎ বাহিরের দিকে চোখ পড়াতে জানালার দিকে চাহিয়া হঠাৎ চেঁচাইয়া বলিলেন

কেদার। আমাকে পাগল করবে ভবানী। ও আমাকে পাগল করবে।

ভবানী। কেন? আবার কি হোলো?

কেদার। ওই দেখ! ঝুমুরের আসরে সব বারো জাতের মধ্যে বসে' কি রকম হৈ হৈ করছে। এখনো কি তোমার মনে হয়, ওর মাথায় ছিট্ আছে? না—না—ওই ওর প্রবৃত্তি—অতি হীন অতি ইতর প্রবৃত্তি। টাকাকড়ি খরচ করে মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিলাম্।

চিন্তিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন

ভবানী। আমি বরং তাকে ডাকিয়ে পাঠাচ্ছি।

প্রস্থানোদ্যত

কেদার। না—না! মুখ যা নীচু হবার তা হয়েছে। হাতের ঢিল একবার ফস্‌কে গেলে আর তাকে ফেরানো যাবে না। দেখ্‌ছি

শঙ্করীর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে। ওর যা প্রবৃত্তি—ও পারে আমার শঙ্করীকে কষ্ট দিতে—ওর ত এতটুকু বাধবে না। আমার মাথানীচু করেছে—তা সহ্য হ'বে ; কিন্তু ভবানী আমার মাকে যখন কষ্ট দেবে সে কি আমি সহ্য করতে পারবো ? নাঃ, আর ভাবতে পারি না। মাথাটা যেন ঝিম ঝিম করে উঠ্‌লো। ভবানী মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দাও তো !

ভবানী। কথায় কথায় এমন উত্তেজিত হয়ে ওঠো কেন ? ঐ তো তোমার দোষ। সামান্য—

কেদার। সামান্য নয় – সামান্য নয়। আর এই সামান্য হতেই একদিন অসামান্য হয়ে উঠতে পারে। সেদিন যদি শঙ্করীর লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পারি ?

ভবানী। তুমি চুপ করো ত। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। ও সব বিশ্রী চিন্তা মন থেকে মুছে ফেল।

কেদার। আচ্ছা বেশ ! আমি চুপ করলাম্। কিন্তু ঐ গানের আসর কি চুপ করবে ? বন্ধ করে দাও—বন্ধ করে দাও—না—না—সে ভালো হবে না—জান্‌লাটাই বন্ধ করে দাও।

Stage ঘুরিয়া গেল

পঞ্চম দৃশ্য

খ—শঙ্করীর শয়ন কক্ষ

শঙ্করী খাটের উপর বসিয়া আছে। বিন্দী ঝি আসিয়া খবর দিয়ে গেল জামাইবাবু আসিতেছে

বিন্দী। আমি খবর দিয়ে এলাম দিদিমণি, জামাইবাবু আসছেন।

প্রস্থান

যোগীনের প্রবেশ

যোগীন। কি ডাকছিলে কেন?

শঙ্করী। কোথায় ছিলে এতক্ষণ শুনি! তুমি কী, তোমার কী কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই! আসরে কেন গিয়েছিলে তুমি?

যোগীন। বারে—গান কি আমার জন্যে বসে থাকবে নাকি?

শঙ্করী। তা আসরে বসে ওরকম সংএর মত মাথা নাড়ছিলে আর হা হা করছিলে কেন?

যোগীন। কিসের মত বললে?

শঙ্করী। কিছুর মত নয়! শুধু শুধু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাহবা দিচ্ছিলে কেন? বাবা মা সবাই তোমার নিন্দে করছেন!

যোগীন। নিন্দে অমনি করলেই হলো কিনা! তোমার বাবাকে ভেবেছিলাম সমঝদার লোক!—গানের সম বোঝ?

শঙ্করী। না।

যোগীন। ত্রিতালি গান কাকে বলে জানো?

শঙ্করী। না।

যোগীন। তবে কি ছাই বোঝ শুনি? যে সব গানের তিন তাল এক ফাঁক, যে গান ফাঁকে ধরা হয়, সে গানের সমে ছাড়! এই যেমন (হাতে তাল দিয়া) খুব সোজা একটা গান শোনো!

বিপদ বারণ তুমি নারায়ণ
লোকে বলে তোমায় করুণা নিদান
বিপদ বারণ—হাঃ,—এই সম।

সম বলিতেই শঙ্করীর পিঠে তালের সঙ্গে একটা সশব্দ কীল বসাইয়া দিল

শঙ্করী। থামো থামো তোমায় আর সম বোঝাতে হবে না।

যোগীন। এই সমের মাথায় যার মাথা না নড়ে, সে জানবে বড় সহজ লোক নয়। গানের তাল বুঝবে না, শুধু শুধু নিন্দে! চল গান শুনবে চল, বেশ গাইছে ওরা।

শঙ্করী। আঃ, তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি? এটা যে তোমার শ্বশুরবাড়ী, ভুলে যাচ্ছ কেন?

যোগীন। ধেৎ তেরি! খুব শ্বশুরবাড়ী হয়েছে! তামাক খাবার যো নেই, গান শুনে তারিফ করলে নিন্দে! কোথায় শ্বশুর মশাই আর শাশুড়ী ঠাকরুণ, ডাকো, ডাকো, আমি তাদের সম বুঝিয়ে দিই। না না এ ভাল কথা নয়!

শঙ্করী। কী যা তা বলছ, চুপ কর না!

যোগীন। হুঁ, চুপ্! গান আর বাজনা পেলে আমি খাওয়া দাওয়া ভুলে যাই—আমি সব ছেড়ে দিতে পারি—আর তোমার বাবা কিনা, হ্যাঃ, আমি কাউকে কেয়ার করি না।

শঙ্করী। শোনো শোনো, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, তুমি আমার

একটি কথা শোনো। আচ্ছা, তুমি ও পাড়ার কম্‌লিদির স্বামীর মতন হতে পারো না ?

যোগীন। সে আবার কি রকম স্বামী ?

শঙ্করী। কলকাতার আপিসে চাকরি করে, পাঁচশো টাকা মাইনে পায়, শনিবারে শনিবারে আসে, কম্‌লিদির জন্যে কত—কি নিয়ে আসে। এসেন্স, সাবান, তেল, ভাল ভাল সিল্কের শাড়ী—

যোগীন। দাঁড়াও দাঁড়াও, মাথাটা খারাপ করে দিলে, ভেবে দেখি। দাঁড়াও ভেবে দেখি।

শঙ্করী। ভাববে আবার কি ?

যোগীন। উঁহু, পাঁচশো টাকা মাইনে আমাকে কেউ দেবে না। আচ্ছা তুমি এক কাজ কর, তোমার যখন এতই সাধ, দাও তোমার বাবার কাছ থেকে পঁচিশটে টাকা চেয়ে এনে। নতুন একটা বেহালা কিনবো।

শঙ্করী। না, আমি টাকা চাইতে পারব না। তোমার ঠাকুরদা চাইবে টাকা, তুমি চাইবে টাকা, আমার বাবা কি টাকার গাছ ? লোকে বলবে কি ? আমার লজ্জা করে না ?

যোগীন। আরে, বেহালা কিনবো যে ? আমি মদ খাব না, গাঁজা খাব না, বদখেয়ালী করব না, নতুন একটা বেহালা কিনবো, তাতেও লজ্জা ?

শঙ্করী। হ্যাঁ, তাতেও লজ্জা। টাকা আমি চাইতে পারবো না। পারবো না, পারবো না ! হলো !

দ্রুত প্রস্থান

যোগীন। আঃ মলো যা!

শঙ্করীর পুনঃ প্রবেশ

শঙ্করী। ওগো শুন্‌চো!

যোগীন। শুনচি তো: কিন্তু আবার ফিরলে যে! দপ্‌ করে জ্বলে ওঠো, আবার হুস করে' নিবে যাও—তোমার ভাব বোঝাই আমার দায় হয়ে উঠলো দেখছি। কি বলছিলে বল!

শঙ্করী। আমার এই হার ছড়াটা বিক্রী ক'রে টাকা নাওগে। বাবাকে যদি টাকার জন্য তোমরা বিরক্ত কর তো আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো। খবরদার বলছি কেউ তোমরা বাবার কাছে টাকা চাইতে পাবে না।

যোগীন। কি বললে? তোমার এই হার বিক্রী করে আমাকে বেহালা কিনতে হবে? আমি চোর না ডাকাত না বাটপাড়? আমাকে কি ভেবেছ তুমি? ধেৎ তেরি! আমি ভাঙ্গা বেহালাই বাজাবো! আমি চললাম!

ক্রুদ্ধপদক্ষেপে প্রস্থানোদ্যত

শঙ্করী। চললে! আজকেই।

যোগীন। হ্যাঁ, আজকেই!

শঙ্করী। সত্যি চললে?

যোগীন। হ্যাঁ চললাম!

শঙ্করী। দাঁড়াও একটা প্রণাম করি। চিঠি লিখো!

যোগীন। তা' না হয় লিখবো, কিন্তু চিঠি লেখার কথাটা বলে' দিলে ত মনটা খারাপ করে, আর যেতে ইচ্ছে করছে না। নাঃ,

আমাকে যেতেই হবে। চললাম। আমাকে রোজগার করতে হবে।

ভবানী। হ্যাঁরে শঙ্করী—

বলিতে বলিতে ভবানীর প্রবেশ

যোগীন। এই যে মা, চললাম!

ভবানী। আজই চললে?

যোগীন। হ্যাঁ আজই!

ভবানী। সে কি—এই এলে—

যোগীন। তা হোক্—আমার যেতেই হবে। তবে যাবার ইচ্ছে ঠিক ছিল না, কিন্তু—না চললাম!

ভবানী। আবার আসবে ত বাবা?

যোগীন। আসব বই কি, নিশ্চয়ই আসব! ঘুড়ির লাটাই রইলো আপনাদের হাতে, ঘুড়ি আর যাবে কোথায়? ফিরে তাকে আসতেই হবে। আসি তা হলে!

বেহালা সমেত হাত মাথায় তুলিয়া নমস্কারের ভঙ্গী করিয়া প্রস্থান

ভবানী হতভম্বের মত সেইদিকে চাহিয়া রহিল

ষষ্ঠ দৃশ্য

যাত্রাদলের গদীঘর

(কেহ বিড়ি ফুকিতেছে, কেহ মাথায় পরচুলা চড়াইতেছে, কেহ বাঁয়া তবলা লইয়া টুং টাং করিতেছে, কেহ নাকীসুরে গান ধরিয়াছে—বিচিত্র চালচলন ও ভাবভঙ্গী)

মদনমোহন। এসো ত বাবা চন্দরনাথ, কতদূর কি তৈরী করলে! বল তো, বলো দেখি একবার লক্ষ্মণের পাঠটা!

চন্দ্রনাথ। (বিড়ি টানিতে টানিতে) বিড়ি হস্তে রামানুজ শ্রীলক্ষণ করিলেন প্রবেশ, প্রভু মদনমোহন, এবে কি আজ্ঞা তব?

মদন। হাসি মস্করা রাখ্। রাধানগরের বায়নার দিন ত' ঘনিয়ে এসেছে, পাঠ কতদূর কি করছো, দেখি?

চন্দ্রনাথ। কিন্তু পরামাণিক মহোদয়—উলুবনে মুক্তা ছড়াইয়া কি ফল হইবে? স্বয়ং অধিকারী আসুন,—তারপর—স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি নিজে আমি করিব নির্ম্মাণ!—বুঝছো ভায়া মদনমোহন,—লক্ষণের পাঠটি তুমিই করবে। কনকবাবুর বদলে রামের পাঠটি শেষ পর্য্যন্ত বোধ করি আমাকেই করতে হবে!

মদন। হুঃ, কানাছেলের নাম পদ্মলোচন! বলে ভাত জোটে না পিষ্টক খায়!—উনি করবেন রামের পাঠ—ফুঃ!—তুই বল তো ভাই ভোম্বল—কেমন লক্ষণ বলতে পারিস, একবার শুনি;

ভোম্বল। শুনবে? আচ্ছা বলি—

কাসিয়া লইয়া

তথাপি শ্রীলক্ষণের কোপ নাহি টুটে।
বসাইল হাতে ধরি তারা স্বর্ণখাটে।
তারার বিনয় বাক্যে সুস্থির লক্ষণ।
কৃত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ।

মদন। ওরে বাবা! এযে রামায়ণ সুরু করলে!

ভোম্বল। আরে বাবা, রাম থেকেই ত রামায়ণ, আর রামায়ণের মধ্যেই ত লক্ষণ আছে!

মদন। তোরা কি সব গ্যাঁজার শ্রাদ্ধই করবি, না কাজের কাজ কিছু হবে, শুনি? কি পেয়েছিস তোরা! এটা ত বাবা এ্যামেচার ক্লাব নয়! দস্তুর মত মাসকাবারে করকরে মাইনের টাকাগুলো গুনে নেবার বেলায় ত—

চন্দ্রনাথ। হয়েছে হয়েছে, ঢের হয়েছে, আর মাতব্বরিতে দরকার নেই—

অধিকারীর প্রবেশ

অধিকারী। গোলমাল কিসের, গোলমাল কিসের? কিসের গোলমাল —কি হয়েছে কি?

সকলে। না—না, কিছু না!

অধিকারী। বুঝলে হে চন্দরনাথ, এই সুতোপটির বারোয়ারী থেকেই দেখছি—আমার কপাল ভাঙ্গলো! কিন্তু এখন করি কি?

মদন। কী বলছেন স্যার, সুতোপটির বারোয়ারীতে আমরাই ত ফার্ষ্ট।

অধিকারী। তাইতেই তো কনকবাবুর মাথাটা গেল খারাপ হয়ে। যাত্রা ছেড়ে থিয়েটারে গিয়ে ঢুকলো। একদিনে আটটা কেলেপ্—ভাবতে পারো? তুমি আর কথা বোলো না, তুমি চুপ কর।

মদন। কিন্তু আপনি এত ভাবছেন কেন স্যার! ও আবার এই খানেই ফিরে আসবে। সর্ব্বমঙ্গলা অপেরা পার্টির মত এত খাতির পাবে কোথায়? আটখানা ভাজা মাছ, দিনে দই, হালুয়া জলখাবার, হপ্তায় তিনদিন মাংস! হুঃ দেবে ওকে থিয়েটারে!

অধিকারী। থিয়েটারে পাত্তা পাবে না, থিয়েটারে পাত্তা পাবে না। পার্টও দেবে না, মাইনেও দেবে না! তা আমি জানি, কিন্তু রাধানগরের বায়নাটা ধরলাম, চালাব কেমন করে?

মদন। সে-সব ভাববেন না স্যার, আমি চালিয়ে দেবো,—আমি মদনমোহন।

অধিকারী। তুমি চালিয়ে দেবে?

মদন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অধিকারী। তুমি রামের পার্ট করবে?

মদন। আজ্ঞে হ্যাঁ! আমি করব।

অধিকারী। এখনও বলছো?

মদন। আজ্ঞে—?

অধিকারী। এখনও?

মদন। আজ্ঞে না।

যোগীন। (নেপথ্যে) অধিকারী আছেন? অধিকারী?

চন্দ্রনাথ। কে? কে?

অধিকারী। পাওনাদার হয় তো ভাগিয়ে দিও। প্রস্থান

যোগীন। (প্রবেশ করিয়া) অধিকারী আছেন?

মদন। অধিকারী! অধিকারী এখানে কেউ নেই। আমি মদনমোহন পরামাণিক!

চন্দ্রনাথ। আমি চন্দ্রনাথ পোদ্দার!

ভোম্বল। আমি ভোম্বল দাস সাঁতরা! কাকে চাই?

যোগীন। যাত্রার দলের অধিকারী থাকে না, সেই অধিকারী। মানে—কর্ত্তা। আমি তাঁকেই চাই!

মদন। পোপাইটার! তাই বলুন! তিনি এখানে থাকেন না।

যোগীন। দল তাহ'লে চালায় কে?

মদন। সর্ব্বমঙ্গলা অপেরা পার্টিকে চালাতে হয় না, এম্‌নি চলে।

অধিকারীর পুনঃ প্রবেশ

অধিকারী। আমি—আমি চালাই, আমি চালাই, আমিই ম্যানেজার! ধরতে গেলে দল একরকম আমারই। এসো, (উপবেশন করিয়া) এইখানে এসো,

যোগীন। আপনি ম্যানেজার?—নমস্কার।

অধিকারী। বলো কি দরকার?

যোগীন। একটা চাকরি—

অধিকারী। যাত্রার দলে?

যোগীন। আজ্ঞে হ্যাঁ!

মদন। তা চাকরীর আর ভাবনা কি? কিছু ছাড়তে পারবে?

অধিকারী। (সরোষে মদনের প্রতি) মদন, আমি ত কতবার বলেছি, সর্ব্বমঙ্গলার এ সব চলবে না। (যোগীনের প্রতি) কোন্ দলে কাজ করতে?

অধিকারী। কোন্ দলে কাজ করতে।

যোগীন। মফঃস্বলে, সখের যাত্রায়, থিয়েটারে—

অধিকারী। চলবে না। চলবে না।

যোগীন। আমি পরীক্ষা দিতে রাজী আছি স্যার।

অধিকারী। কি কাজ জানা আছে?

যোগীন। গাইতে পারি, বেহালা বাজাতে পারি—

অধিকারী। উঁহুঁ, গাইবার, বেহালা বাজাবার ভাল ভাল লোক আমার দলে আছে। এখানে কিছু হবে না।

যোগীন। হবে না!

অধিকারী। না! (যোগীন প্রস্থানোদ্যত হইলে) ওহে শোনো পার্ট ফার্ট কিছু আসে? রামের পার্ট করতে পারবে?

যোগীন। (উৎসাহের সহিত) পারব—পারব স্যার—নিশ্চয় পারব।

মদন। কিন্তু আজকাল যাত্রার acting ভারি কঠিন। সেকালের সেই পুরোণ ঢং আর নেই! বায়স্কোপের চোখমুখ নাড়া, থিয়েটারের প্যাঁচ আর চলা, তার ওপর যাত্রার গলা—এই তিনে এক—ভারি শক্ত।

যোগীন। বুঝেছি, তিনে এক—একে তিন।

অধিকারী। কোনো রকম রাম জানা থাকে তো বল শুনি !

মদন। কনক বাবুর বদলে? আপনি ক্ষেপেছেন স্যার ?

অধিকারী। তুমি থামো। ভদ্রলোকের গলা আছে !

চন্দ্রনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আছে !

অধিকারী। বল হে বল ! জানা থাকে ত' বলো।

যোগীন। বলি। সীতা প্লে আমরা একবার করেছিলাম, তাই থেকেই বলি।

অধিকারী। বল !

যোগীন। আচ্ছা শুনুন :—

আজি মনে পড়ে অতর্কিতে বালি বধ কথা। সীতার হরণ লাগি, আত্মহারা বিহ্বলের মত নির্দ্দোষীর বক্ষ রক্তপাত। মনে পরে ধূলি ধূসরিতা পতিহারা তাহার ক্রন্দন।

মদন। না স্যার, কোথায় কনকবাবু আর কোথায়—নাঃ !

অধিকারী ; তুমি চুপ কর, তুমি থামো !

মদন। থামলাম।

অধিকারী। শোনো শোনো, আমাদের চাল একটু আলাদা। তা শিখিয়ে পড়িয়ে নিলেই চলে যাবে,—কি বল চন্দরনাথ ?

চন্দ্রনাথ। হ্যাঁ হ্যাঁ তা পারবে, আপনি একটু দেখিয়ে দিলেই পারবে !

অধিকারী। বেশ দেখিয়ে দিচ্ছি। শোনো, (দাঁড়াইয়া) এই রকম ক'রে দাঁড়াবে, বুকে হাত দেবে, তারপর উচ্চারণ সব দীর্ঘ হবে যেমন—

আজী মনে পাড়ে

আতার্কীতে বালীবাধ কাথা—

যোগীন। থাক্, আর বলতে হবে না, আমি বুঝেছি স্যার।

অধিকারী। না, এখনও বোঝোনি। হাতখানা প্রথমে বুকে, তারপর সামনে, তারপর মাথায়, তারপর চুল ছিঁড়বে! আমরা 'এস্পট্' দিই, আর 'এস্পট্' দিলেই বাঁধা কেলেপ্!

যোগীন। ও আবার কি স্যার?

অধিকারী। কি?

যোগীন। ওই যে পট্ পট্ না কি বললেন?

মদন। দেখলেন? 'এস্পট্' জানে না!

অধিকারী। তুমি থামো!

মদন। থামলাম।

চন্দ্রনাথ। বুঝিয়ে দিন স্যার বুঝিয়ে দিলেই বুঝবে!

অধিকারী। 'এস্পট্' মানে আলো। মুখে আমরা ব্যাটারি দিয়ে জোর আলো ফেলে দিই। কিন্তু শোনো, আমাদের সঙ্গে তোমাকে 'গিরিমেণ্ট' করতে হবে।

যোগীন। গিরিমেণ্ট!

অধিকারী। হ্যাঁ এক বছরের গিরিমেণ্ট!

যোগীন। ও বুঝেছি। না স্যার agreement করতে পারবো না। কত মাইনে দেবেন বলুন।

অধিকারী। মাসে পঁচিশ টাকা। রাজি?

যোগীন। আজ্ঞে, ভাঙ্গাভর্ত্তি আর পঁচিশ কেন, তিরিশ করে দিন।

অধিকারী। তিরিশ? আচ্ছা, তিরিশ টাকাই দেবো। রাধানগরের

রাজবাড়ীতে বায়না ধরেছি, তুমি 'সীতার বনবাসে' রাম। চন্দরনাথ, পার্টটা বের করে দাও।

চন্দ্রনাথ। আজ্ঞে এক্ষুনি দিচ্ছি।

যোগীন। রাধানগর! বর্দ্ধমান জেলার রাধানগর? রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে নেমে যেতে হয়?

অধিকারী। জানো নাকি?

যোগীন। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের দেশ।

অধিকারী। ভাল—নাম?

যোগীন। শ্রীযোগীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

অধিকারী। শ্রীযোগীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

খাতা খুলিয়া উচ্চারণ করিতে করিতে লিখিতে লাগিল

SCREEN

সপ্তম দৃশ্য

ক—কেদারবাবুর ঘর

কেদার, পাঁচু, ভবানী ও যোগীন

কেদারবাবু মাথায় হাত দিয়া কোন দুশ্চিন্তা করিতেছিলেন—হঠাৎ চেনা গলা শুনিয়া পাঁচুকে ডাকিলেন

কেদার। পাঁচু, পাঁচু?

পাঁচু। (নেপথ্যে)—আজ্ঞে। (প্রবেশ)

কেদার। হ্যাঁরে, যোগীনের গলা শুনলাম না?

পাঁচু। আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা! এইমাত্র জামাইবাবু এলেন।

কেদার। যা তো আমার নাম করে ডেকে নিয়ে আয়। (পাঁচু প্রস্থানোদ্যত হইলে)—আচ্ছা এখন থাক্—কিছুক্ষণ পরেই ডাকিস্।

পাঁচুর প্রস্থান

ভবানীর প্রবেশ

ভবানী। ওগো এদিককার খবর জানো?

কেদার। কি?

ভবানী। একটা সুখবর দেবো, বল কি খাওয়াবে?

কেদার। সুখবর!

ভবানী। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! মস্তবড় সুখবর। তোমার যে নাতি হবে।

কেদার। নাতি হবে? তা বেশ, ভাল খবর। খাওয়াবো খুব খাওয়াবো।

ভবানী। জামাইকে একবার আনানো দরকার। অনেকদিন আসেনি।

কেদার। জামাই এসেছে।

ভবানী। এসেছে? কখন এলো?

কেদার। এইমাত্র। দেখা হয় নি এখনো! দেখা হলে—

বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন

ভবানী। কি থামলে কেন?

কেদার। না এমনি!

ভবানী। আজ তিন চার দিন ধরে তোমার কি হয়েছে বলো ত! ভাল করে কথা বলো না! আমাকে আর শঙ্করীকে দেখলেই যেন পাশ কাটিয়ে চলতে চাও! কি হয়েছে বলো ত?

কেদার। কই কিছু হয়নি তো?

ভবানী। তুমি না বললেই হবে! আমাকে ফাঁকি দিয়ে ক'দিন আর চলতে পারবে বলো! সেদিন বলে গেলে; রাধানগরের রাজবাড়ীতে যাত্রা হবে, রাত্রে বাড়ী ফিরবে না। কিন্তু রাত্রি দশটা না বাজতেই ফিরে এলে! আর দেখছি তার পর থেকেই—কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই, কেন ফিরে এলে সেদিন, কি হয়েছে বলো না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।—

কেদার। শুনবে?

ভবানী। হ্যাঁ বলো।

কেদার। যাত্রা শুনতে গিয়ে মাথাটা সেদিন আমার—বুঝলে ভবানী মাথাটা আমার সত্যি কাটা গেছে। সেদিন যা বলেছিলাম—

সত্যি তাই! একটা অকাল কুষ্মাণ্ডের হাতেই মেয়েটা পড়েছে।

ভবানী। ব্যাপারটা কি খুলেই বল না?

কেদার। জেলার কলেক্‌টার, মহকুমার হাকিম, মুন্সেফ—আশে পাশের বড় বড় জমিদার—তাঁদের মাঝে বসে যাত্রা শুনছি—তারপর যা ঘটলো তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, দেখতে পেলাম শেষে তিনিই আসরে রামমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হলেন!

ভবানী। কে, জামাই!

কেদার। হ্যাঁ, তোমার আদরের জামাই। যাত্রার দলে রাম সেজেছে! ভাবতে পারো আমার অবস্থাটা? চারিদিকে যারা বসেছিলেন, তাঁরা সবাই এসেছিলেন শঙ্করীর বিয়েতে। যোগীনকে চিনতে তাঁদের দেরী হয় নি। অপমানের অপমান তো হলোই, মেয়েটার কথা ভেবে আর সহ্য হল না, উঠে এলাম। নাঃ শেষ পর্য্যন্ত একটা হাত বখাটের হাতে মেয়েটাকে দিলাম। শঙ্করীর কি হবে ভবানী?

ভবানী। তার চেয়ে জামাইকে এখানেই রেখে দাও না। জমিদারীর কাজকর্ম্ম শিখুক।

কেদার। না না তুমি বোঝ না, নাটকের নেশা বড় সর্ব্বনেশে নেশা। ও নেশায় যে মজে সে সংসারী হয় না।

ভবানী। তবু একবার বলেই দেখ না।

কেদার। বেশ, তুমি যখন বল্‌ছো, বল্‌বো। দেখ কোথায় আছে, একবার পাঠিয়ে দিতে পার কিনা?

ভবানী। আচ্ছা তুমি বোসো, আমি ডেকে দিচ্ছি।

প্রস্থান

কেদার বাবু অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, যোগীন প্রবেশ করিয়া কাশির শব্দ করিলেও তিনি শুনিতে পাইলেন না

যোগীন। আমি এসেছি।

কেদার। (কিঞ্চিত চমকিত হইয়া) বেশ করেছো। বোসো।

যোগীন। ভাল আছেন?

কেদার। হুঁ, আছি। তুমি যাত্রার দলে সাজো?

যোগীন। আজ্ঞে হ্যাঁ, সাজছি আজকাল। সেদিন রাধানগরে আপনাকে দেখে ফেলেছিলাম।

কেদার। এটি তোমার নেশা না পেশা?

যোগীন। যদি বলেন তো দুই-ই। আগে নেশা ছিল, সম্প্রতি পেশাই করে ফেল্‌লাম।

কেদার। কেন?

যোগীন। আজ্ঞে কিছু টাকা উপার্জ্জন করা দরকার তো! এদিকে আপনার কাছে কিছু যে চাইব, তারও উপায় নেই, আপনার মেয়েটি বলে গলায় দড়ি দেবে, আর আমার ঠাকুরদাদা—আপনি তো জানেন—একেবারে হাড়-কেপ্পন।

কেদার। তা বেশ, উপার্জ্জনের ইচ্ছেটা মন্দ নয়, কিন্তু যাত্রা করা ছাড়াও ত টাকা উপার্জ্জনের অন্য পথ আছে।

যোগীন। আমি তো আর কোন কাজ জানি না স্যার।

কেদার। জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করবে?

যোগীন। না না, আমি হিসেব টিসেব গোলমাল করে ফেলবো, ও জমিদারী আমার ধাতে সইবে না।

কেদার। দিন কতক কাজ করেই দেখনা, ভাল লাগতেও তো পারে।

যোগীন। আজ্ঞে না স্যার, এরই মধ্যে যাত্রায় আমার বেশ নাম হয়েছে। তারপর যাত্রা থেকে থিয়েটার, থিয়েটার থেকে সিনেমা। বলেন কি স্যার, সিনেমার ষ্টার হতে পারলে খাতিরও যেমন, রোজগারও আছে। আপনারা ওসব খবর রাখেন না তাই। নইলে দেখুন না কনকবাবুকে। বাড়ীঘর ঝক্ ঝক্ করছে। কে বল্‌বে তিনি বিপত্নীক ?

কেদার। আমার খবর রেখে দরকার নেই! যা বল্লাম পারবে কিনা ?

যোগীন। কি, জমিদারীর কাজকর্ম্ম ?

কেদার। হঁ্যা।

যোগীন। আজ্ঞে না, মাপ করবেন।

কেদার। আচ্ছা যাও।

যোগীনের প্রস্থান

ভবানীর প্রবেশ

ভবানী। বললে ?

কেদার। বললাম!

ভবানী। কি উত্তর দিলে ?

কেদার। যা' বলবার তাই বলে। জমিদারীর কাজ তাঁর পোষাবে না। তিনি এসব স্বপ্ন দেখ্‌ছেন, সিনেমার ষ্টার হবেন—

Lights off !

Stage ঘুরিয়া গেল

সপ্তম দৃশ্য

খ—শঙ্করীর শয়নকক্ষ

ড্রেসিং টেবিলের উপর শঙ্করী সাবান তেল পাউডার স্নো সব তুলিয়া রাখিতেছে। বিন্দি ঝি সেই ঘরে প্রবেশ করিল

বিন্দি। বাঃ সাবান, তেল, পাউডার, জামাইবাবু এইসব এনেছে বুঝি দিদিমণি ?

শঙ্করী। হ্যাঁ।

বিন্দি। তাহলে অনেক খরচ করেছে, বলো !

শঙ্করী। হুঁ, খরচের কি আর হিসেব আছে ! রোজগার করছে যে ! এই ছাখ্ আমার জন্য একটা নতুন শাড়ী এসেছে, আর নিজের জন্য এই বেহালা !

বিন্দি। বেশ বেশ ! সব ভাল দিদিমণি। কিন্তু যাত্রাদলে না সাজলেই যেন ভাল লাগতো। শত হলেও বড়লোকের জামাই।

শঙ্করী। তা কি করবে ? যার যেমন বিদ্যে, তেমনি ত সে রোজগার করবে—ওঁর দোষ কি ? ছেলেবেলায় লেখাপড়া শেখায়নি—সে দোষ তো ওঁর নয় !

বিন্দি। হ্যাঁ দিদিমণি, তাত বটেই। ওই যে জামাইবাবু আসছেন।

প্রস্থান

নেপথ্য হইতে কথা বলিতে বলিতে যোগীনের প্রবেশ

যোগীন। জমিদারীর হিসেব ! টাকার হিসেব ! দূর ! দূর !

শঙ্করী। আবার কি হলো ?

যোগীন। না, তোমার বাবা শুধু টাকাই চিনেছেন, আর কিছু জানেন না!

শঙ্করী। কেন বাবা আবার কি করলেন?

যোগীন। করেন নি কিছু। তবে আমি তোমাকে আর এখানে রাখ্‌বোনা। বাবাঃ জমিদারীর হিসেব! পাগল হয়ে যাব। নাঃ তোমাকে আমি নিয়েই যাব।

শঙ্করী। কেন?

যোগীন। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি রাগ কোরো না, তোমাদের বাড়ী আমার ভাল লাগে না।

শঙ্করী। কেন আমার মা বাবা কি তোমার অযত্ন করেছেন কখনও?

যোগীন। না, অযত্ন কেন কর্‌বেন! তোমার বাবা এক ধরণের মানুষ, আমি অন্য ধরণের মানুষ। ঠিক মিলবে না। এত বিষয় বাসনার মধ্যে ডুবে থাকলে লোক কখনও ভাল হয়। এই জন্যই ত' বড় লোক গুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। তোমার বাবাও লোক ভাল নন্! উঃ বাবাঃ জমিদারীর হিসেব!

শঙ্করী। দেখ, আমি তোমার সব সইতে পারবো, বাবার নিন্দে সইতে পারবো না,—সে আমি বলে রাখ্‌ছি তোমায়। তুমি ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে সেখানে যাত্রা গেয়ে বেড়াবে, পাঁচজনে পাঁচ কথা বাবার কানে তুলে দেবে—ওঁর তাতে মাথা হেঁট হয়ে যায়। তা জানো?

যোগীন। ছাখো, মুখ সামলে কথা বলো! যাত্রাওয়ালারা ছোটলোক নয়।

শঙ্করী। না, ছোটলোক নয়! খুব বড়লোক তারা।

যোগীন। যাক সে কথা। তুমি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে যাবে কিনা?

শঙ্করী। বাবা পাঠালেই যাব।

যোগীন। তোমার বাবা যদি পাঠাতে না চায়।

শঙ্করী। তুমিই বা শুধু শুধু বাবাকে চটাতে যাবে কেন? বাবা এমনি খুব ঠাণ্ডা মানুষ; কিন্তু একবার রাগলে আর রক্ষে থাকে না।

যোগীন। রাগী মানুষ তো আমার ভারি বয়েই গেল। আমি তোমার বাবার রাগের ধার ধারি না।

শঙ্করী। এসব তুমি কি বলছো! তোমার এইসব কথা যদি বাবার কানে উঠে, এ সম্পত্তি তিনি আমাদের দিয়ে যাবেন ভেবেছো?

যোগীন। কি বললে? সম্পত্তি? তোমার কি এখনও ধারণা বাপের সম্পত্তি তুমি পাবে?

শঙ্করী। আমি পাবো না তো কে পাবে? আমি বাবার একমাত্র মেয়ে।

ছোট রবীনের প্রবেশ

যোগীন। তা হলে ঐ রবিন ছোঁড়াটাকে নিয়ে এলো কেন? তোমার মা ওকে পুষ্যিপুত্তুর নেবে, ঐ হতভাগাই হবে সম্পত্তির মালিক। ওকেই দেখো......

ছোট রবীন। দিদি! আমি ঐ বেহালাটা বাজাবো। আমাকে ওটা দাও না।

যোগীন। নে! কত বাজাবি বাজা! হারামজাদা ছেলে!

২।৩টি চড় লাগাইয়া দিল

বেরো—বেরো বল্‌ছি এখান থেকে।

রবীন কাঁদিতে লাগিল

শঙ্করী। ওকি করছো! ছিঃ ছিঃ!—চুপ করো, লক্ষ্মী ভাইটি কেঁদো না চুপ্‌ কর!

হঠাৎ ঝড়ের বেগে ভবানী প্রবেশ করিল

ভবানী। থাক্ তোমায় আর আদর দেখাতে হবে না। দাও ছেলে দাও। আয় রবীন আয়!

টানিয়া লইয়া প্রস্থান

শঙ্করী। তুমি কী? তুমি কী? এ কি করলে বল ত?

যোগীন। বেশ করেছি! বেশ করেছি! মেরেছি তা হয়েছে কি?

শঙ্করী। কি হয়েছে বুঝতে পারছো না? কিছু কাণ্ডজ্ঞান কি তোমার নেই?

যোগীন। না নেই। আমার মন মেজাজ বিগড়ে গেছে। মুখের ওপর কথা বোলো না।

শঙ্করী। না, কথা বলবে না! তুমি চোখের সামনে যত অন্যায় করবে, আর আমি চুপ করে সয়ে যাব? তোমাকে একটি কথাও বলতে পাব না? তোমাকে লোকে খারাপ বলবে, আর আমি চুপ্‌ করে থাকবো!

যোগীন। থামো, থামো, থামো! বেশী বাড়াবাড়ি করলে চুলের

মুঠি ধরে গালে এমন একটা চড় মারবো যে তিন দিন আর বিছানা থেকে উঠতে পারবে না।

শঙ্করী। দাঁড়াও তোমার গোঁয়ার্ত্তুমি আমি বের করছি। নিজের বাড়ীতে যা কর কর, কিন্তু এখানে এসে, আমি তোমাকে কতবার বলছি—আমি তোমাকে কত আগ্‌লে আগ্‌লে বেড়াব?

যোগীন! না, তোমাকে আগ্‌লাতে হবে না।

শঙ্করী। না হবে না। এটা কি জন্যে এনেছো? এটা কি জন্যে এনেছো? এই বেহালাটাই তোমার সবচেয়ে বড় হলো? তোমার মান সম্মান কিছুই কি—

ক্রমশঃ বেহালার দিকে হাত বাড়াইল

যোগীন। খবরদার বলছি বেহালায় হাত দিও না।

শঙ্করী। না দেবে না! ছাখো তোমার এই সাধের জিনিষ আমি কি করি। আজ আমি সব শেষ করে দেব। ভাঙ্গ ভাঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে যা!

খাটের রজ্জুর উপর বেহালা আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল

যোগীন। তবে রে—

শঙ্করীকে মারিতে মারিতে বাহিরে ফেলিয়া দিল

ঝড়ের বেগে কেদারবাবুর প্রবেশ

কেদার। যোগীন!

যোগীন। কি?

কেদার। তুমি আমার মেয়েকে মারলে! আমার মেয়েকে মারলে!

যোগীন। হ্যাঁ মারলাম। আমার স্ত্রী, আমি শাসন করব। আপনার কি?

কেদার। আমার কি! আমার কেউ নয়! আমার কিছু নয়!

যোগীন। না। মেয়েদের মাঝে মাঝে শাসন করা দরকার। আপনি শ্বাশুড়িঠাকুরণের উপর একটু practice করে দেখুন। ফল ভাল হবে।

কেদার। কি বললে! তুমি বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে। বদমায়েস, পাজি, ইতর, অসভ্য! আমি অনেক বখাটে ছোক্‌রা দেখেছি, তোমার মত কখনো দেখিনি! তুমি এখনি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে। আমি মনে করবো আমার জামাই নেই, আমার মেয়ে বিধবা। আমি যেন আর তোমাকে আমার বাড়ীতে না দেখতে পাই।

যোগীন। বেশ, আর দেখতে পাবেন না। এই চললাম আপনার বাড়ী থেকে।

বেহালার খালি বাক্সটী তুলিয়া লইয়া প্রস্থান

কেদারবাবু খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিলেন

SCREEN

৬৫

অষ্টম দৃশ্য

ক—কেদারের ঘর

কেদার ও ভবানী

কেদার। ত্যাখো যোগীনের কোনো খোঁজই ত পেলাম না। রসিকবাবুকে অবশ্য জানাইনি—জানাতে সাহস হয়নি। আমার লোক চুপি চুপি খবর নিয়ে এসেছে—সে সেখানে যায় নি। তবুও চুণীকে পাঠিয়েছি—রসিকবাবু নিজে যদি কিছু জানেন। আশ্চর্য্য! গেল কোথায় বল ত! চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি থানায় থানায় খবর দিয়ে রেখেছি কিন্তু......

ভবানী। এখন আর তাতে লাভ হচ্ছে কি? তোমার টাকা আছে লোকজন আছে তাই সমারোহটা খুব ঘটা করেই হচ্ছে; কিন্তু এদিকে মেয়েটার যে—

কেদার! বোলো না ভবানী—সে কথা আর বোলো না। এই চারদিন ধরে দিবারাত্র তাই ভেবেছি!

ভবানী। বলবো না? তোমার ঐ জমিদারী মেজাজই হয়েছে আমার কাল। কেন তুমি গেলে? ওদের কথার মাঝে কথা কইতে কেন গিয়েছিলে তুমি?

কেদার। আমার ভুল হয়েছে ভবানী। আজ বুঝেছি, কিন্তু সেদিন কোথা দিয়ে কী যে হয়ে গেল। আমার শঙ্করীর গায়ে হাত তুললে কী করে তা সহ্য করি বলো ত?

ভবানী। শঙ্করীর কথা আর বলো না তুমি। তাকে সত্যিই যদি তুমি ভালোবাসতে তাহ'লে—

কেদার। ভালোবাসি না? শঙ্করীকে আমি ভালোবাসি না?

ভবানী। না বাসো না। সত্যিই যদি তুমি তাকে ভালোবাসতে তাহ'লে তার এত বড় সর্ব্বনাশটা তুমি কর্ত্তে পারতে না। মেয়েমানুষ হয়ে ত জন্মাও নি--তাই বুঝলে না যে যোগীনের ব্যবহারে সে এতটুকু ব্যথা পায়নি—যতটা ব্যথা দিয়েছ তুমি; তারই সামনে যোগীনকে শাসন করে। আর শাসন শুধু নয়—বাছাকে একেবারে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে তুমি!

কেদার। ভবানী! বলেছি তো তোমাকে—এই চারদিন ধরে প্রতি মুহূর্ত্তে আমি নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়েছি। কিন্তু তার বেশী আর যে কিছু করতে পারছি না আমি। না—না—বকো! আমায় একটু বকো তুমি; তবুও বুঝবো তোমার প্রাণ আছে। কিন্তু মেয়েটা—বুঝলে ভবানী—একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছে। একটা —একটা কথা সে আমায় বল্লে না। যদি একটু রাগও করতো! শঙ্করীর কাছে লজ্জায় আমি মুখ দেখাতে পারি না—এ আমার কি কম দুঃখ ভবানী?

ভবানী। আমিই কি পারি নাকি? দুধের মেয়েটা চোখের সামনে মুখখানা ভার করে' থাকে কোন্ মা তা সহ্য করতে পারে বলো ত। সেই ছেলেবেলা থেকে তাকে আমি বুকে করে' মানুষ করেছি। শাসনও করেছি ভালোও বেসেছি! একটি দিনের জন্যেও তাকে মায়ের অভাব বুঝতে দিই নি। আজ—তার কাছে গেলে তাকে বল্‌বার মতো একটা কথা আমি খুঁজে পাই না। আমিই কি পারি নাকি তার কাছে মুখ দেখাতে? আমি সৎমা বলে' কি

আমার প্রাণ বলে কোনো জিনিষ নেই?—কি ভেবেছ আমায় তুমি?

প্রস্থানোদ্যত

কেদার। ভবানী! ভবানী!

উভয়ের প্রস্থান

পাঁচুর প্রবেশ। তাহার পিছনে পিছনে মদনমোহন ও চন্দ্রকান্ত। একজনের হাতে একটী চিঠি। অন্যের হাতে যোগীনের বেহালার খালি বাক্স

পাঁচু। বাবুর শরীর খারাপ—নীচে নামেন না। তিনি তোমাদের এখানেই বসতে বললেন। একটু দেরী হবে কিন্তু—

মদন। এই! আমাদের "তুমি" বললি যে বড়? জানিস্? আমরা এ বাড়ীর জামায়ের আপিস ফেরেন্তো?

পাঁচু। আজ্ঞে—কী বললেন?

চন্দ্র। আরে কোথাকার আপদ? আপিস ফেরেন্তো—

পাঁচু না বুঝিয়াই বলিল

পাঁচু। আজ্ঞে আমার ভুল হয়েছে। আমায় মাপ করবেন

প্রস্থান

মদন। (চারিদিক দেখিয়া) হ্যাঁ! একেই বলে জমিদার বাড়ী। চাকরটার পর্য্যন্ত কী রকম বুদ্ধি দেখলি? কেমন সামলিয়ে নিলে?

চন্দ্র। তা যা বলেছিস্ ভাই—যোগীন শালার বরাত-জোর আছে।

মদন। আয়রে চন্দর, বসা যাক্।

মদন বসিতে গিয়া কোচের মধ্যে ডুবিয়া গেল। চন্দ্রনাথ অতি সন্তর্পনে চাপ না দিয়া কোচের উপর আরষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল

মদন। তোর শালা ভারী মুখ পাৎলা। দেখিস্ কিছু ফাঁস্ করে দিস্ নি যেন। আর পারিস্ তো খুঁক খুঁক করে হেসে ফেলিস্।

চন্দ্র। আরে—না না। তবে ঐ হাসিটা যা বলেছিস মাইরি—

খুঁক খুঁক করিয়া হাসিতে লাগিল

মদন। এই মরেছে—! এ আপদ বাইরে রেখে এলেই হোতো দেখ্ছি। তুমি শালা যদি গুব্লেট করেছো—চেনো তো যোগীনকে—এক ঘুঁসিতে দেবে তোমার নাকটা চেপ্টিয়ে।

চন্দ্র। (নাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) আরে না না। ক্ষেপেছিস ?

নেপথ্যে কেদার

কেদার। কই ? কি খবর ? কোন খবর পাওয়া গেল নাকি ?

প্রবেশ করিয়া

ও! আমি তো ঠিক চিন্‌তে পারছি না।

মদন। আজ্ঞে—আমরা যোগীনের সঙ্গে কাজ করি।

কেদার। ও! বসুন! বসুন! কী খবর? কী খবর? যোগীনের খবর কি ?

মদন। আজ্ঞে হ্যাঁ—খবর দিতেই এসেছি।

কেদার। ওরে পাঁচু—এঁদের খাবার ব্যবস্থা কর। আর তোর মাকে বল্‌গে যা—জামাইবাবুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

চন্দ্র। আজ্ঞে—আমাদের আবার এখুনি যেতে হবে।

কেদার। বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! সেও কি হয় নাকি ?—একেবারে খাওয়া দাওয়া করে' ওবেলা যাবেন।

মদন। না না—সেজন্যে ব্যস্ত হবেন না। এই চিঠিটা আছে আপনার নামে পড়বেন। আর ঐ বেহালার বাক্সটা তো রইলই।

আমাদের জন্যে আর—ব্যস্ত হবার কি আছে—পরিচয় হয়ে গেল—আমরা তো—হ্যাঁ আমাদের জন্যে আর ব্যস্ত হবেন না—আমরা এখন আসি !

উভয়ের প্রস্থান

কেদার চিঠি পড়িতে লাগিলেন

কেদার। এ্যা ! এ্যাঁ ! একি ! ওরে পাঁচু ! ভবানী !

ভবানী ছুটিয়া প্রবেশ করিল

ভবানী। কী হয়েছে ? এমন করছো কেন ?

কেদার। না—কিছু করছি না তো। কিছু কর্ত্তে যাওয়া আমার মানায় না।

ভবানী। কী বলছো তুমি ?

কেদার নীরবে ভবানীকে চিঠিটা দিল

ভবানী। (চিঠিটা পড়িয়া) এ্যা ! যোগীন নেই ? কলেরা হয়েছিলো ! একি সর্ব্বনেশে খবর ! না—না—ভাল করে খোঁজ নাও—এ চিঠি লিখেছে কে ?

কেদার। পড়তে তো জানো—ছাখো না। ওদের দলের অধিকারী—

ভবানী। কিন্তু যোগীনের বাড়ী থেকে ত কৈ—

কেদার। হয়তো খবর একই সময়ে পৌছুবে।

বেহালার বাক্সটা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন

ভবানীও ছুটিয়া আসিল। সে একবার চিঠিটা আর একবার বাক্সটি মিলাইতেছিল

ভবানী। এযে—এযে সব মিলে যাচ্ছে। ওগো ! কী এখন হবে ?

কেদার। বাক্সটা শঙ্করীকে দেবার জন্যেই এখানে লোক দিয়ে

পাঠিয়েছে। তা বেশ করেছে। ভালই করেছে—আমি নিজের হাতে দিয়ে আসি তাকে। আর বলি গিয়ে—কী বলবো ভবানী ?

ভবানী। তুমি কি গো! তুমি কি মানুষ ?

কেদার। পাষাণ! ভবানী—পাষাণ! পাষাণেরও বুক চিরে জল বেরিয়ে আসে। কিন্তু আমি—না না কাঁদবো না! কাঁদবো না! আমিই যোগীনকে মেরেছি—কোন্ মুখে এখন কাঁদবো ? কাঁদবার মুখ আছে কি ? না—না—কাঁদবো না! আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব সহ্য করবো—

ভবানী। ওগো তুমি ত কখনো এমন কর না! তুমি কাঁদো—সেও ভালো। কিন্তু এ কী করছো তুমি? পাগল হয়ে যাবে যে—

কেদার। পাগল ? না—না—পাগল কেন হবো। কাউকে জানতে দেবো না—কেউ বুঝতে পারবে না—শুধু ভেতর থেকে বুকটা পুড়ে একেবারে—

ভবানী। ওগো! কী করছো তুমি ?

কেদার। এ্যাঁ ?

ভবানী। ও কী করছো ?

কেদার। না—কিছু তো করি নি। শুধু "বেরিয়ে যাও" বলে যোগীনকে তাড়িয়ে দিয়েছি। না—আরো কি যেন বলেছি। আর কি বলেছি ভবানী ?

ভবানী। সে কথা এখন ভেবে আর কি হবে ? ওরকম হয়।

কেদার। হয়—না ? মানুষ মুখে যা বলে—তাই কি সত্যি হয়ে

যায়। বারে ভগবান্। এবার থেকে আর কাউকে—কাউকে কিচ্ছু বলবো না। চুপ করে থাকবো।

ভবানী। তাই থাকো।

কেদার। তাই তো আছি। শঙ্করীকে কিছু বলেছি? ওর মুখের পানে তাকিয়েছি? আমি তো চুপ করেই থাকতে চাই। আমি কি বলেছি? ঘটা করে মাপ চাইতে কি গিয়েছি কখনো? না—কোনোদিন যাবো? আমার বুকটা যে ভেঙ্গে যাচ্ছে—একথা কি কাউকে বলবার মুখ আমার রইলো?

শঙ্করীর প্রবেশ

শঙ্করী। কী হয়েছে মা? তোমরা এমন করছো কেন?

কেদার শঙ্করীকে জড়াইয়া ধরিলেন

কেদার। মাগো! শাস্তি দে মা! শাস্তি দে!

শঙ্করী। কেন? কি হয়েছে? কিসের চিঠি মা?

ভবানীর কাছে গেল

ভবানী। কোন্ মুখে বলবো মা?

শঙ্করী চিঠি পড়িল

শঙ্করী। মা!

ভবানীকে জড়াইয়া ধরিল

কেদার। শঙ্করী! মাগো!

হঠাৎ শঙ্করী তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল

শঙ্করী। না—না—আমি যাবো।

কেদার। কোথায় যাবি?

শঙ্করী। সেই গঞ্জের হাটে—বারোয়ারী তলায়।

কেদার। চল্ মা! আমরা সবাই যাই—কিন্তু পরখ করে দেখবার যে ভরসা পাইনে মা! আশা করার এতটুকু কিছু রাখে নি। আয় মা!—একটিবার বুকের কাছে রাখি—তোর শাঁখা সিঁদুরটুকু যতক্ষণ আছে—তারই মধ্যে একবার—

শঙ্করী। না—না—শাঁখা সিঁদুর আমার থাকবে। আমি তার অমঙ্গল কর্ত্তে পারবো না বাবা। এ হতে পারে না—সে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে।

ভবানী। তাই হোক্ মা! তাই হোক্। তাই যেন সত্যি হয়।

কেদার। তাই যেন হয়—কি জানি! আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

শঙ্করী। না—না। আমি এখুনি যাবো। আমার মন বলছে—এ কখনো সত্যি নয়—বাবা! আমার এই শাঁখা এই সিঁদুর—না—না—এ মিছে কথা! এ হতেই পারে না। আমাকে ছেড়ে সে যাবে না—যেতে পারে না।

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল

Lights off

Stage ঘুরিয়া গেল

খ—রসিকলালের ঘর

রসিকলাল বসিয়া রামায়ণ পড়িতেছিলেন। এমন সময় চুণীলাল ঘরে প্রবেশ করিল

রসিক। কে? যোগীন এলি?

চুণীলাল। আজ্ঞে না, আমি চুণীলাল!

রসিক। হঠাৎ, কি খবর? বোস, বোস। সব ভাল ত?

চুণীলাল। হুঁ, তবে একটা গোলমাল হয়ে গেছে, তাই আপনার কাছে এলাম!

রসিক। গোলমাল! দাঁড়াও দাঁড়াও, মনটাকে একটু শক্ত ক'রে নি, তবে আমি এইরকম গোলমাল একটা কিছুর জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত হয়ে থাকি! বলো এইবার! বলো!

চুণীলাল। যোগীন বাবাজী এসেছেন এখানে?

রসিক। না, আমিই বরং আপনাদের কাছে চিঠি লিখবো লিখবো ভাবছি। হতভাগাটা কোথায় যে কখন থাকে, একটা খবর পর্য্যন্ত দেয় না।

চুণীলাল। আমাদের ওখানেই ত গিয়েছিলেন! কিন্তু, যেদিন গিয়েছিলেন সেইদিনই রাগারাগি করে, আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে যান।

রসিক। রাগারাগি করে'!

চুণী। আজ্ঞে হ্যাঁ! বাবুও একটা মস্ত বড় ভুল করে' ফেলেছেন! রাগের মাথায় তিনি বাবাজীকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন।

রসিক। বলো কি! প্রবীন ব্যক্তি, এত বড় একটা ভুল করলেন! না, কাজটা ভাল করেন নি! যাই বলো না, কাজটা আমি সমর্থন করতে পারলুম না। যোগীন ত' চিরকালই ওই রকম,—গোঁয়ার! পাগল! বয়েসেও ত' ছেলে মানুষ! ওর ভুল না হওয়াটাই ত অস্বাভাবিক, ভুলেরই বয়েস; কিন্তু কেদারবাবুর

মত বিবেচক ব্যক্তির এরকম মাথা গরম করা ঠিক হয় নি। এ আমি সমর্থন করতে পারলাম না।

চুণী। বাবাজীও একটা গুরুতর অন্যায় করেছিলেন বটে, তা সত্ত্বেও বাবুরও বেড়িয়ে যেতে বলা যে ঠিক হয়নি—তা বাবু নিজেই বুঝেছেন! আজ তিন চার দিন ধরে' নাওয়া খাওয়া ত' একরকম উঠেই গেছে! চব্বিশ ঘণ্টা ওই এক কথা। ভুল করেছি, ভুল করেছি,—আর বল্‌ছেন—যেখান থেকে পার চুণীলাল,—যোগীনকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। চারদিকে পাইক বরকন্দাজ ছুটেছে! আমি নিজে এলাম, আপনার এখানে।

রসিক। বড় দুর্ভাবনায় ফেললে! বড়ই দুর্ভাবনায় ফেললে! বুড়ো বয়সে এ ধাক্কা আমি সামলাতে পারবো ত' চুণীলাল! ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করে' আমি আবার হাসতে সুরু করেছিলাম—তা কি আর সইবে? (একটু থামিয়া কি যেন ভাবিয়া লইয়া) আজকালকার ছেলেদের আমি মোটেই বিশ্বাস করি না, ওরা সব পারে। মাথা গরম করে'—একটা কিছু ক'রে না বসে—আমার শুধু এই চিন্তে হচ্ছে। কোন জায়গা থেকে কোন খবরই পাওয়া যাচ্ছে না, বল্‌ছো?

চুণীলাল। আজ্ঞে না। তবে কল্‌কাতার যে যাত্রার দলটি রাধানগরে এসেছিল, হঠাৎ সেখানে কলেরার মহামারী সুরু হলেই, প্রাণভয়ে তারা ওখানকার পাট্ তুলে দিয়ে গঞ্জের হাটের বারোয়ারী তলায় বায়না নিয়ে চ'লে গেছে! সেইখানে যদি গিয়ে থাকে! লোক পাঠিয়েছি, দেখি খবর আসে কি না? আচ্ছা

আমি উঠি তাহ'লে। এখানে ফিরে এলে আমরা যেন খবরটা পাই।

রসিক। আচ্ছা এসো। আমি যদি খবর পাই, তোমরাও পাবে।

রসিকলালের পদধূলি লইয়া চুণীলাল প্রস্থানোদ্যত হইতেই বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল

রসিক। কে! কে এলো ছাখ আবার! যোগীন!

পিয়ন। (নেপথ্যে) আজ্ঞে না, আমি লালবিহারী—পিওন!

রসিক। ও, লালু!

পিয়ন। আজ্ঞে হ্যা, এই নিন। খবর খবর করেছিলেন—এই নিন! আপনার নামে একটা চিঠি আছে!

চিঠি ছুঁড়িয়া দিয়া প্রস্থান

রসিক। (চিঠি খুলিতে খুলিতে) চিঠি! বাঁচালে বাবা! বাঁচালে! বোসো চুণীলাল, হতভাগাটারই খবর হয়ত! কোথায় আছে......

হঠাৎ থামিয়া গেল। চিঠি পড়িতে পড়িতে রসিকলাল ক্রমশঃ যেন পাথরের মত শক্ত হইয়া উঠিল এবং একটা অস্বাভাবিক চেষ্টায় একটা কিছু দমন করিতে চেষ্টা করিতেছে

রসিক। আমার চোখে ঝাপ্‌সা দেখছি। তুমি চিঠিটা আবার পড়তো।

চুণী। এযে সাঙ্ঘাতিক।

রসিক। পড়েছো!

চুণী। এ যে—

রসিক। অধীর হয়োনা! পড়েছো! খবর পড়েছো?

চুনীলাল কথা বলিতে পারিল না। মাথা নাড়িয়া স্বীকৃতি জানাইল উভয়েই একটা অস্বাভাবিক খবরে যন্ত্রবৎ প্রশ্ন করিতেছে এবং উত্তর দিতেছে

রসিক। কলেরায়—?

চুণী। আজ্ঞে হ্যাঁ!

রসিক। মারা গেছে?

চুণী। হ্যাঁ!

রসিক। বেহালার খালি বাক্সটা লোক দিয়ে ও বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছে বলে লিখেছে!

চুণী। (নীরব)

রসিক। তার মানে, যোগীন আসবে না। তার বেহালার বাক্সটা বুকে জড়িয়ে আমি বেঁচে থাকবো?—তুমি চিঠি ভাল করে পড়েছো? যোগীন নেই?

চুণী। সংবাদটা মিথ্যেও হতে পারে!

রসিক। মৃত্যুসংবাদ কখনো মিথ্যে হয় না! তাহলে যোগীন নেই! মা গো!

কিয়ৎক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া ক্রমশঃ উচ্চস্বরে কামিনী কামিনী বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন

কামিনী!—কামিনী! কামিনী!

কামিনী। (প্রবেশ)—কি হলো বাবা!

রসিক। কামিনী!

কামিনী। কি বাবা!

রসিক। যো—যো—যো—

বলিতে বলিতে আর কথা বলিতে পারিলেন না। চক্ষু স্থির হইয়া আসিল

SCREEN

নবম দৃশ্য

Green Light

ক—শঙ্করীর শয়নকক্ষ

নিশীথ রাত্রি। শঙ্করী ঘুমাইতেছিল

যোগীন। (নেপথ্যে) শঙ্করী! আমি মরি নি। আমি বেঁচে আছি। শঙ্করী!—

শঙ্করী। (হঠাৎ উঠিয়া) কৈ? কৈ? কোথা তুমি। ও! কেউ তো নেই। কিন্তু তার গলা যেন শুনলাম্।

ধীরে ধীরে আবার শুইয়া পড়িল। এবার যোগীনকে দেখা গেল—সে শঙ্করীর জানালার কাছে আসিয়া বসিল

যোগীন। শঙ্করী! আমি বেঁচে আছি। আমি মরি নি।

শঙ্করী। কৈ? কোথায় তুমি? কোথায়?

হঠাৎ টেবিল উলটাইয়া পড়িয়া গেল। শব্দে ভবানী ছুটিয়া আসিল

যোগীন। শঙ্করী—

ভবানীকে দেখিতে পাইয়া যোগীন পলাইয়া গেল; কিন্তু ভবানী তাহাকে দেখিতে পাইল। শঙ্করী উদ্‌ভ্রান্তের মত দরজা খুলিয়া চলিয়া যাইবে—এমন সময়ে—

ভবানী। কোথায় যাচ্ছিস? এত রাত্তিরে কে ডাক্‌লে তোকে?

শঙ্করী। আমায় ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বলছি।

অর্দ্ধচেতনের মত দাঁড়াইয়া রহিল। নেপথ্যে গোলমাল

—চোর! চোর! চোর! ঐ ঘর থেকে লাফিয়ে পড়লো!

—মাইজি ইধারসে কৈ চোট্টা ভাগ্ গিয়া?

ভবানী। না—না—কিছু না, তোমরা যাও!

দারোয়ান। (নেপথ্যে) নেহি মাইজি! এহি লোক ইধারসে ভাগ্‌নে দেখা এক আদ্‌মী কো!

ভবানী। না না! যতো সব বাজে কথা। তোমরা নীচে যাও, দিদিমণি একটু ভয় পেয়েছে।

দারোয়ান। (নেপথ্যে) চল্‌—নীচু চল্‌।

সকলে চলিয়া গেল

ভবানী। বল্‌ কোথায় যাচ্ছি লি?

শঙ্করী নীরব

ভবানী। কে ডাক্‌ছিলো তোকে? এত রাত্তিরে কে ডাক্‌ছিলো তোকে? আমাদের কপালে এও ছিলো। চল্‌ তোর বাবার কাছে।

Stage ঘুরিয়া গেল

দৃশ্য—কেদারের ঘর

Full Light

কেদার। কী হোলো? কী হোলো?

ভবানী। ছাখ! ছাখ! তোমার মেয়ের কীর্ত্তি ছাখ!

কেদার। কি? কি? কি হয়েছে? বিষ খেয়েছে নাকি?

ভবানী। এর চেয়ে সেও বোধ করি ভালো ছিলো। ও আমাদের মুখ পুড়িয়েছে।

কেদার। কেন? কি হয়েছে বলো।

ভবানী। ঘুমুচ্ছিলাম্‌। শঙ্করীর ঘর থেকে একটা কী যেন ভাঙার শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখি—একটা লোক শঙ্করীর জান্‌লায় দাঁড়িয়ে

ওকে ডাক্‌ছে—আর ঐ হতভাগী সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে' ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কেদার। তার পর—তার পর? তুমি দেখেছো? তুমি নিজের চোখে দেখেছো?

ভবানী। শুধু আমি দেখ্‌লে তো ভালোই হোত। কিন্তু বাড়ীর চাকর দারোয়ান পর্য্যন্ত তাকে পালাতে দেখেছে। আমাদের মুখ এমন করে' পোড়ালি হতভাগি!

কেদার। দাঁড়াও—দাঁড়াও!

ভবানী। কিন্তু এ কলঙ্ক কেমন করে' চাপা দিই বলো ত। দাসী চাকর পর্য্যন্ত—

কেদার। চাপা দেবে? হুঁ, চাপা দিচ্ছি। (হাসিলেন) এও শুন্‌তে হোলো। চাপা দেবো? হ্যাঁ দেবো। ঐ হতভাগীর টুঁটি টিপে—সব কিছু চাপা দেবো। আমি ওকে বুকে করে' মানুষ করেছি—আমিই সব দেবো শেষ করে'—

ভবানী ভয় পাইয়া শঙ্করীকে আগ্‌লাইয়া রহিল

ভবানী। ও কি? ও কি করছো! তুমি কি পাগল হ'লে?

কেদার। না—যাক্‌। দূর করে দাও! দূর করে দাও! যেতে দাও ওকে! যেখানে যাচ্ছিল—সেখানেই ওকে যেতে দাও। জামাই গিয়েছে—মেয়েও যাক্‌। কারো থাকবার দরকার নেই। তুমিও যাও। হ্যাঁ তুমিও। আমি একা থাকবো। কাউকে আমার চাই না—আমি একা থাক্‌বো।

Drop!

ষোল বছর পরে

দশম দৃশ্য

কেদার বাবুর কক্ষ

কেদারবাবু একাকী বসিয়াছিলেন

[ভবানীর প্রবেশ]

ভবানী। শুন্‌ছো?

কেদার। উঁ!

ভবানী। আমি কি করবো বল্‌তে পার? মানুষে মৃত্যু-শোক পর্য্যন্ত ভুলে যায় আর তুমি কিনা—

কেদার। মৃত্যু! হ্যাঁ মৃত্যু, সে তো চমৎকার! কিন্তু তবু তো মৃত্যু হল না!

ভবানী। মেয়ের ভাবনায় তুমি পাগল হলে; কিন্তু সংসারে মানুষকেই ত সব সহ্য করতে হয়। অদৃষ্টের লেখাকে কেউ তো এড়িয়ে যেতে পারে না। তুমি জ্ঞানী, তুমি বুদ্ধিমান্ তোমাকে আমি স্ত্রীলোক হয়ে একথা বোঝাতে যাবো, এমন কী শক্তি আমার আছে?

কেদার। আচ্ছা! শঙ্করী কি আজো বেঁচে আছে? তোমার কি মনে হয় ভবানী?

ভবানী। ভগবানে যদি বিশ্বাস রাখো তবে আমার মনে হয় সে বেঁচে আছে, সে ভালো আছে। চলো, খাবে চলো।

কেদার। হ্যাঁ চলো! খাবার জন্যে রেখে গেছে চল খেতেই যাই। হ্যাঁ, তুমি মৃত্যুর কথা বল্‌ছিলে না? মৃত্যু তো ভালো ছিল। মরে গেলে তবু সান্ত্বনা থাকতো, চোখের সমুখে দেখতে দেখতে

সব ফুরিয়ে যেতো—ফিরে পাবার আশাই আর থাকতো না।—কিন্তু এ কী হোলো ভবানী! অভিমান করে আমার শঙ্করী মা চলে গেল; কিন্তু যাবার সময় একবার জেনে গেল না যে বুড় বাপের বুকে কতোবড়ো আঘাত সে দিয়ে গেল!

ভবানী। কতো দিন তো হয়ে গেল—আস্তে আস্তে বুক বাঁধো।

কেদার। বুক কি আর আমার আছে ভবানী, যে বাঁধবো?

ভবানী। কিন্তু আমি কী করি বলো ত! চুনীবাবু মারা গেলন, তোমারও জমিদারীর দিকে মন নেই চারিদিকে গোলমাল—একা মেয়েমানুষ আমি কত দিক সামলাবো বল ত?

কেদার। দেখো ভবানী! আমাকে এবার তুমি ছুটি দাও। আর কিসের জন্যেই বা জমিদারী রক্ষে করা? তার চেয়ে বরং তোমার ভাইপো রবিনকে এই বিষয় সম্পত্তি দান করে আমায় একটু নিশ্চিন্ত হতে দাও।

ভবানী। ছি ছি! এর মধ্যেই তুমি ভেঙ্গে পড়লে! তুমি না পুরুষ মানুষ? তা ছাড়া রবীনের নিজের জমিদারীই কে দেখে তার ঠিক নেই—একেবারে খামখেয়ালীর শেষ! বিশুবাবু ঘন ঘন চিঠি লিখছেন যে আপনারা তাঁর অভিভাবক, তাঁর এখন বিয়ের বয়েস, আপনারা দেখে শুনে তার বিয়ে দিন, তাকে নিয়ে আবার······

কেদার। বিয়ে? না-না-না। কারো বিয়ের ব্যাপারে আমাকে আর জড়িয়ো না ভবানী। সে আমি কিছুতেই পারবো না। তুমি বরং একা তার কাছে যাও। বাপ-মা মরা ছেলে,

তোমাকেই মায়ের মতো জানে। যা দরকার হয় তুমিই গিয়ে কোরো।

ভবানী। তোমাকে ফেলে আমি কোথাও যেতে পারি না। তাতো তুমি জানো। তার চেয়ে চলো না—আমরা দুজনেই একবার একসঙ্গে যাই—মনটাও হয়তো তোমার একটু ভাল হতে পারে।

কেদার। আর ভালো! সে কথা যাক্। কিন্তু এ বাড়ী ছেড়ে যে আমি কোথাও যেতে পারি না ভবানী! হয়তো একদিন সে আসবে—যদি বেঁচে থাকে সে আসবে—এসে ফিরে যাবে। না—না—ভবানী! এ বাড়ী ছেড়ে আমি যেতে পারি না। রাতে আমি যে ঘুমুতে পর্য্যন্ত পারি না—যদি সাড়া না পেয়ে সে ফিরে যায়। সে যে আমার বড় অভিমানী মেয়ে! আবার মাঝে মাঝে ভাবি—নাঃ সবই মিছে। বেঁচেই যদি থাকবে সে—তাহলে ১৬ বছর পার হয়ে গেল এখনো ফিরে এলো না? কে জানে? হয়তো—হয় ত বা সে বেঁচেই নেই।

ভবানী। ছি! ছি! ও কথা মুখে আন্‌তে নেই। বাপ হয়ে একথা তুমি মুখে আন্‌লে কি বলে? আমার বিশ্বাস সে বেঁচে আছে। শুধু লজ্জায় লুকিয়ে আছে। মেয়েমানুষের যার চেয়ে বড়ো লজ্জা আর নেই—সেই লজ্জায় সে চলে গেছে।

কেদার। কিন্তু সেই লজ্জাই যে মিছে। আর সত্যি হলেই বা কি ভবানী। আমার চোখের জলে সে লজ্জা আমি মুছে নেবো।

ভবানী। সে তো জানতে পাবে না। ওগো বাছাকে আমরাই যে তাড়িয়েছি।

কেদার। ভগবান্! যদি সে বেঁচে থাকে, তবে একটিবার শুধু তাকে চোখের দেখা দেখবো। এই আশীর্ব্বাদ করো যেনো একটিবার চোখের দেখা পাবার আগে আমি না মরি।

ভবানী। ছি! অত উতলা হয়ো না। দ্যাখো ত! এতবড় বিশাল পুরী তোমার এই দশা দেখে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে।

পাঁচু। (নেপথ্যে) একখানা চিঠি এসেছে বাবু।

কেদার চিঠি লইয়া আসিল

কেদার। চিঠি কৈ দেখি! দেখি!—নাঃ এ সেই লেখাতো নয়। অন্য হাতের। অজানা হাতের লেখা। অজানা হাতের লেখা আমি বড় ভয় করি।......তুমি—তুমি খোলো ভবানী।

ভবানী। (ভবানী চিঠি লইয়া) অজানা আবার কোথায়? এতো বিশুবাবুর চিঠি।

কেদার। তা হবে— আমার মনে থাকে না।

ভবানী মনে মনে চিঠি পড়িতে লাগিল

ভবানী। রবীনের কথা লিখেছেন। জমিদারীর কাজকর্ম্ম মোটে দেখাশোনা করে না। কেবল বন্দুক নিয়ে বনে জঙ্গলে মোটর ছুটীয়ে শিকার করে বেড়াচ্ছে।

কেদার। তা দোষ কি? বন্দুক নিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি আর করবে? তবু একটা কাজ পেয়েছে। আমাকে এমনি একটা কাজ দিতে পার ভবানী? যে কাজ পেলে অন্ততঃ সব কিছু ভুলে থাকতে পারি?

ভবানী। কাজ তোমার অনেক আছে। এসো, খাবে এসো। তারপর বলছি।

কেদার। কাজ আছে? আছে কাজ? আমার তো মনে হয় এ পৃথিবীতে আমার আর কোনো কাজ নেই। মনে হয় সেই মুখখানি—সেই মুখখানি ভাবতে ভাবতে মরে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই।

ভবানী। ঐ ছাখো! চোখে জল এলো। না, আমি আর পারি না তোমাকে নিয়ে। চলো—খেতে যাবে না? কখন থেকে ডাকছি। চলো ত!

কেদার। ওঃ—হ্যাঁ চলো!

উভয়ের প্রস্থান

Stage revolves in dark

একাদশ দৃশ্য

জগমোহিনী ও নন্দমোক্তার

নন্দ। দুগ্‌গা! দুগ্‌গা!

জগমোহিনী। বলি হঁ্যাগা, এই সকালবেলায় হন্ হন্ করে ছুটছো কোথায়?

নন্দ। (থমকিয়া) ধেৎ তেরি····· (সামলাইয়া) যাচ্ছিলুম একটা শুভ কাজে অমনি পিছু ডেকে বসলে। বলি সক্কাল বেলা যে বলছো তা নিজে এই সক্কাল বেলায় বসে এক কাঁড়ি রসগোল্লা গিলতে বসেছ যে?

জগমোহিনী। অমনি চোখ টাটালো। আমার বলে পিত্তির ব্যামো। কবরেজে বলেছে—পিত্তি পড়লেই আমার অসুখ করে।

নন্দ। আহা-হা। রাগ কর কেন গিন্নী। আমি কি কখনো তা বলতে পারি। আমি বলছিলাম কি আমার একটা জরুরী কাজ ছিলো।

জগমোহিনী। ছাখো এই সকালবেলায় আমায় রাগিওনা বলছি। তুমি আর মুখ নেড়ে কথা বলো না। কী যে আমার কাজের মানুষ।

নন্দ। থাক্, থাক্—থাক্‌গে। কি বলছো বলো।

জগমোহিনী। বল্‌ছিলুম কি শঙ্করীর ঐ ধিঙ্গি মেয়েটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছো?

নন্দ। হঁ্যা, হঁ্যা, নিশ্চয়, নিশ্চয়—এই ত একটু আগে আমার

জুতো জোড়া খুঁজে দিয়ে গেল, মোজা পরিয়ে দিলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ তা সেও ত অনেকক্ষণ হলো—গেল কোথায়—আচ্ছা আমি দেখছি। দিদিমণি, ও দিদিমণি! যাকৃগে আসবে এখন—শঙ্করীকে ত্থাখো না। দেরি করে দিও না—দেরি করে দিও না। আমার একটা মস্তবড় মামলা ঝুলছে। বিশু নায়েবকে ত্থাখো না এবার আমি দেখে নিচ্ছি। ব্যাটা বলে আমার মাথার ঠিক নেই, দেবো যখন এক নম্বর ঠুকে; হুঁ হুঁ বাবা আমার নাম নন্দ মোক্তার—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লোক আমায় চেনে—ত' জমিদার! ঢের দেখেছি জমিদার! কত চাও?

জগমোহিনী। না বাপু কিছু চাই না—তুমি এসো। আমারই ঝকমারি হয়েছে। দিনরাত কেবল দিদিমণি আর দিদিমণি! ওদিকে গোবিন্দ যে আমার মনের দুঃখে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেদিকে ত তোমার নজর নেই।

নন্দ। না না, নজর দিয়ো না, নজর দিও না—নজর দিতে নেই! গোবিন্দ বেশ আছে, সকালবেলায় দেখেছি।

শঙ্করীর প্রবেশ

শঙ্করী। মা, গৌরী এখনও আসেনি!

জগমোহিনী। এখনও ত দেখছি নে বাছা।

নন্দ। কে দিদিমণি? আসে নি? আচ্ছা আমি ডেকে নিয়ে আসছি।

গোবিন্দ। (নেপথ্যে) মা!

জগমোহিনী। কি রে গোবিন্দ?

গোবিন্দ। মা, গৌরী আমাদের সেই যে সুধো—তার মাথাটা ডাংগুলি দিয়ে ফাটিয়ে দিয়ে পালাচ্ছিল !

শঙ্করী। তারপর ? হতভাগী গেল কোথায় ? দাঁড়াও দেখাচ্ছি।

নন্দ। দ্যাখ্ শঙ্করী, রাগ করিস্‌নি—রাগ করিস্‌নি। আমি ধমকে দেবো'খন।

শঙ্করী। না বাবা না, ওকে শাসন করা দরকার, তুমি কিছু জানো না। ছেলেবেলায় আমিও অম্‌নি দুরন্ত ছিলাম, তাই আজ......

জগমোহিনী। তাতে কি ক্ষেতিটা তোর হয়েছে শুনি—দুষ্টু ছিলি ত ছিলি। আর তুই যে বড় মিছে কথা বলিস। ১৬।১৭ বছর হয়ে গেল তুই আমাদের বাড়ীতে ঠিক মেয়ের মত আছিস্। তবু তোর ঐ এক উড়ু উড়ু স্বভাব—কি যেন ভাবছিস দিনরাত হুঁস্ নেই, রান্নাবান্না সব যা তা করে ফেলিস্—তোকে বাছা বোঝা দায়।

নন্দ। আঃ, চুপ করো না !

জগমোহিনী। তুমি থামো।...ঐ দেখ আবার কথায় কথায় চোখে জল। কোনো কথা তোমায় বল্‌বার জো আছে। এখনো তুই পর পর ভাবিস ?

শঙ্করী। ছি মা, অমন কথা মুখে এনো না তোমাদের ঋণ আমি .....

নন্দ। দ্যাখ্ শঙ্করী ওসব কথা বল্‌লে কিন্তু ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। খবরদার ! মেয়ের ঋণ কিরে? ঋণ কি ? ঐ যা—ঋণের কথায় মনে পড়ে গেলো—মস্তবড় একটা ঋণের মাম্‌লা ঝুলছে। আমি চল্লুম।

জগমোহিনী। সেদিনও তুই বল্‌লি—তুই মস্ত বড় জমিদারের একটি মাত্র মেয়ে—স্বামী সন্নেসী না কি হয়ে পালিয়ে গেছে ঝগড়া করে—তা হক্‌কথা বল্‌বো বাছা, ঝগড়া করতে তুই জানিস্‌, চিম্‌টি কেটে কেটে কথা বলিস্‌। কথার ধার তোর খুব।

নন্দ। বা—বা—বা, তোমার কথাও চমৎকার। না, মা শঙ্করী, জমিদার জমিদার করিস্‌ নি, ওরকম জমিদার আমার ঢের দেখা আছে।.......হ্যাঁরে গোবিন্দ গৌরী গেল কোথায়?

গোবিন্দ। সেই যে সেই বন্দুক ছোঁড়া লোক্‌টা?

জগমোহিনী। ওমা বন্দুক ছোঁড়া আবার কে গো?

গৌরী ও রবীনের প্রবেশ

গৌরী। ছ্যাখো না দাদু! ও—মা!

নন্দ। এই যে দিদিমনি, যা, যা শঙ্করী—ভেতরে যা—তুমিও যাও।

জগমোহিনী ও শঙ্করীর প্রস্থান

কে হে ছোক্‌রা সুড় সুড় করে একেবারে অন্দরে ঢুকে পড়লে! এক নম্বর ঠুকে দিতে পারি তা জানো।

রবীন। আজ্ঞে জানি। দয়া করে ঠুকে দেবেন না।......আমার নালিশটা আগে শুনুন।

নন্দ। নালিশ? তা এখানে কেন? আদালতে যাও।

রবীন। সেটা কি বিশেষ ভাল হবে স্যার?—বিশেষ করে এই মেয়েটীর জন্যে ত' যখন—

নন্দ। কি এতবড় আস্পর্দ্ধা!

রবীন। শুনুন, শুনুন।

নন্দ। কি বলো, তাড়াতাড়ি বলো, আমার সময় নেই, আদালতের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

রবীন। দেখুন্ আপনার এই মেয়েটা—

গৌরী। খুব বুদ্ধি তো? দাদু বলে ডাক্‌লুম আর?......

নন্দ। তুই আয়—যা ভেতরে যা।

গৌরী। মা মারবে যে—

নন্দ। আমি শঙ্করীকে ধম্‌কে দিয়েছি, কিছু বল্‌বে না তোকে যা।

রবীন। মেয়েটা আমার গায়ে কাদা ছুঁড়েছিল।

গৌরী। বা, রে শুধু শুধু বুঝি?

নন্দ। যা, যা তুই ভিতরে যা। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তোমার হাতে ওটা কি?

রবীন। আজ্ঞে বন্দুক!

নন্দ। আজ্ঞে বন্দুক! বলি আমার এই খিড়কিটা তোমার বন্দুক ছোঁড়বার জায়গা! আমার বুক ধড়ফড় করে—উঃ রে বাবারে বাবারে কী সাংঘাতিক আওয়াজ। দেবো একনম্বর ঠুকে তখন বুঝবে মজা। যাও খবরদার মনে থাকে যেন, এবার শুধু ধম্‌কে ছেড়ে দিলাম। নাও ধরো—

নন্দ বন্দুকটি আগেই হাতে লইয়াছিলেন, এখন রবীনের হাতে তাঁহার ছাতাটী ধরাইয়া দিলেন। গৌরী হাসিতে হাসিতে রবীনের সঙ্গে চোখে চোখে কি কথা হইল, বোধ করি বন্দুক ফিরাইয়া লইবার ছল করিয়া আবার আসিবে

রবীনের প্রস্থান

নন্দিনী

শঙ্করী ও জগমোহিনীর প্রবেশ

জগমোহিনী। ও বাবা কি দস্যি মেয়ে গো—

শঙ্করী। না বাবা, তুমি বড্ড বেশী আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটা খাচ্ছ। ছেড়ে দাও।

নন্দ। ত্যাখ্ শঙ্করী—বেশ কোরবো আদর দোবো। আমার খুশী আদর দোবো—বেশ করেছে ও ঢিল ছুঁড়েছে—একশোবার ছুঁড়বে। খবরদার তুই দিদিমনির গায়ে হাত তুল্‌বি না। বল্ আমার গা ছুঁয়ে বল্ ওকে মারবি না—তা না হলে আজ আদালতে যাওয়া হলো না আমার।

জগমোহিনী। যাই যাই ত' করছ সেই কখন থেকে, হতো আমার কথা ত কাজ আছে। কাজের মানুষ—আয় গোবিন্দ। শোন্ শঙ্করী মেয়েকে একটু ঘরের কাজ কর্ম্ম শেখা, বাছা একেবারে লাট্টু, ডাংগুলি, ঘুড়ি, সাতার, মেয়ে ত নয় যেন সেপাই। বলি মেয়ের বিয়ে তো একটা দিতে হবে।

নন্দ। সে তোমাকে ভাবতে হবে না। ভাব্‌তে হবে না। বিশু নায়েবের সঙ্গে সেই মাম্‌লাটা মিটে যাক্ না তারপর আমি একবার দেখে নিচ্ছি। দুগ্‌গা, দুগ্‌গা—ও দিদিমনি আমার ছাতাটা—

গোবিন্দ। সেই সে সেই বন্দুক ছোঁড়া!

নন্দ। বন্দুক ছোঁড়া! তা এতক্ষণ বলোনি কেন?

ছুটীয়া প্রস্থান

SCREEN

দ্বাদশ দৃশ্য

ক—মাঠ

রবীন একা একা কাহার যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল এমন সময়ে কলসী কাঁখে লইয়া গৌরী আসিল। কলসী নামাইয়া গৌরী একটু মৃদু হাসিল

গৌরী। আপনি তো সাংঘাতিক লোক দেখছি। রোজ রোজ আমার যাবার পথ আটকিয়ে দাঁড়াবেন?

রবীন। চোর ধরতে হলে এ ছাড়া আর উপায় কি বলো? আমার বন্দুকটি এতদিন আটকে রেখেছ কেন?

গৌরী। ইস্ চোর বৈকি! আপনি যদি নিজে ফেলে আসেন সে দোষ আমার নাকি? বেশ হয়েছে কেমন জব্দ?

রবীন। না জব্দ আমি হইনি। কেননা আমার আরো বন্দুক আছে। তবে ও বন্দুকটাও তো পেতে হবে।

গৌরী। বেশ তো। যান না দাদুর কাছে।

রবীন। ওরে বাবা! তা হলে ত আদালত পর্য্যন্ত যেতে হবে।

গৌরী। তাই যাবেন। আমি কী করবো?

রবীন। তুমি চেয়ে দিলে ত ফিরে পাই গৌরী।

গৌরী। বা রে! আপনার জন্যে আমি কেন চাইতে যাবো? আপনি নিজে চেয়ে নেবেন।

রবীন। না—আমরা দুজনে একসঙ্গে চাইব।

গৌরী। বা রে! মজা মন্দ নয়। আপনার জোর কি আমার উপর?

রবীন। আচ্ছা বন্দুক না হয় নাই পেলাম গৌরী। একটু দাঁড়াও না।

গৌরী। এই যে বললেন চোর ধরবার জন্যে পথ আটকিয়ে থাকেন। বন্দুক ত চাই না তবে? না না, আপনি তো লোক ভাল নন। পথ ছাড়ুন। মা আবার ভাবছে আমার জন্যে।

রবীন। হায়! হায়! আমার জন্য কেউ ভাবে না!

গৌরী। আপনার মা নেই বুঝি?

রবীন। উহু! শুধু যে আমার মা নেই তাই সব না। বাবা, ভাই, বোন্—সংসারে আপনার বলতে কেউ নেই।

গৌরী। তা হলে ত আপনার ভারী কষ্ট। কে আছেন তবে?

রবীন। বল্‌তে গেলে কেউই নেই! বাবা মা একসঙ্গে একদিনে মারা গেলেন কলেরা হয়ে—তখন আমি খুব ছোট। আপনার মধ্যে আছেন এক পিসিমা—তাও অনেক দূরে। তিনি আমাকে মানুষ করেছেন। কিন্তু যাক্—সে কথা তোমায় বলে আর কি হবে?

গৌরী। কেন আমি বুঝি আর শুনতে পাই না? তা বলবেন কেন?

রবীন। কী আশ্চর্য্য! তুমিও তো শুনতে চাও না কথা বল্‌তে গেলে আবার তোমার দেরী হয়ে যাবে।

গৌরী। তা এমন কথা তো কোনো দিনও বলেন নি। বল্‌লে দেখতেন শুনতাম কিনা।

রবীন। তা ঠিক! ঘরের কথা শোন্‌বার দিকে মেয়েদের ঝোঁক খুব।

গৌরী। বেশ! বলবেন না তো তা বলবেন কেন? খালি শীকার করে বেড়াবেন—আর দুষ্টুমি করবেন। আজ বুঝতে পারছি বকবার কেউ নেই বলেই আপনি দুষ্টু হয়ে যাচ্ছেন।

রবীন। সত্যি নাকি! তা হলে না হয় তুমিই এবার থেকে আমায় শাসন করে দিও।

গৌরী। আমার বয়ে গেছে; তার চেয়ে বরং আপনি একটা বিয়ে করুন না। বৌ এলে খুব শাসন কর্ত্তে পারবে।

রবীন। হায়রে কপাল! আমাকে বিয়ে করবে কে?

গৌরী। কেন বাজে কথা বলছেন? আপনার আবার বিয়ের ভাবনা?

রবীন। খুব, ভাবনা খুবই আছে। এই গ্যাখো না এতদিন বাদে যদিও বা একটি মনের মত কনে দেখে শুনে পছন্দ করলাম—তা সেত দু'চক্ষে আমায় দেখতে পারে না।

গৌরী। যত সব মিছে কথা! এমন হতেই পারে না। কে সে মেয়ে বলুন তো। কেমন সে পছন্দ না করে দেখি!

রবীন চুপ করিয়া রহিল

কই—বলুন না।

রবীন। যদি সাহস দাও তো বলি। সে মেয়ে আর কেউ নয়—তুমি!

গৌরী। যাঃ!

রবীন। (সহসা গৌরীর হাত ধরিয়া) গৌরী! একটা কথা শুধু আজ তোমায় বলতে হবে। আমি দুষ্টু বলে কি সত্যিই তুমি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে?

গোবিন্দের প্রবেশ

গোবিন্দ। গৌরী! তোকে তোর মা ডাকছে।

রবীন। আঃ! হতভাগা ছোঁড়া আর ডাকবার সময় পেলে না।

গৌরী। বল্‌গে যা আমি যাচ্ছি।

গোবিন্দ। দেরী করিস নি। তা হলে কিন্তু মাকে সব বলে দেবো।

প্রস্থান

রবীন। গৌরী! আমার দিকে চাও।

গৌরী। হাত ছেড়ে দিন, আবার কেউ দেখে ফেলবে।

রবীন। তা দেখুক!

গৌরী! যান্ আপনি ভারী ইয়ে।

Stage revolves in dark

Stage ঘুরিয়া গেল

১।৩

খ—রবীনের বাড়ী।

কেদার ও নিশুনায়েব।

কেদার। তা রবীনকে একবার তার পিসীর কাছে পাঠিয়ে দিলেই তো পারতেন। কল্‌কাতা থেকে পাশ করে একবার বুঝি গিয়েছিলো। বলবেন তার পিসী তার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছেন! আমাকে আবার ডেকে পাঠালেন কেন?

বিশু। আজ্ঞে আমাকে এবার ছুটি দিন। আমি তো বলে' বলে' পেরে উঠ্‌ছি না। আর তা ছাড়া আপনিই তো তার একমাত্র অভিভাবক—মুরুব্বি। এইবার ওকে একটা বিয়ে থা দিয়ে সংসারী করে দিন। নইলে নিজের কাজকর্ম্ম কিছুই বুঝতে চায় না কেবলই বন্দুক নিয়ে বনে জঙ্গলে শীকার করে বেড়ায়—একদণ্ড বাড়ীতে থাকে না।

কেদার। সে তো দেখ্‌ছি নায়েব মশাই। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে আমাকে দয়া করে জড়াবেন না। আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। তার চেয়ে বরং আপনিই একটি ব্যবস্থা করে ওর বিয়ে দিয়ে দিন। আপনি পুরানো লোক; বল্‌তে গেলে ওকে একরকম মানুষ করেছেন। আমি বরং এসে একদিন ছেলে বৌকে আশীর্ব্বাদ—না না আশীর্ব্বাদ আমি করবো না। কী জানি আবার কি হতে কী হয়ে যা'বে। আমি বরং শুধু একবার দেখে যাবো।

বিশু। আমি তো ভয় পেয়েই আপনাকে খবর দিয়েছি কর্ত্তা মশায়! এক ব্যাটা ছেঁড়া ঘটক এক সম্বন্ধ এনে তো আমার জীবন অতিষ্ঠ করে দিলে। পাশের গ্রামের এক পাগ্‌লা মোক্তার তিন পয়সা আয় নেই, তার লম্বা লম্বা কথা। কথায় কথায় লোকের নামে এক নম্বর ঠুকে দিচ্ছে। বদ্ধ পাগল!

কেদার। বদ্ধ পাগল?

বিশু। আজ্ঞে হ্যাঁ। ওরই বাড়ীতে কে এক রাধুনী বামনী থাকে তারই মেয়ের সঙ্গে বলে "বিয়ে দাও"।

কেদার। বলেন কি? রাধুনী বামনী, তারই মেয়ে? হাঃ হাঃ হাঃ!

বিশু। আজ্ঞে হ্যাঁ—আস্পদ্ধার কথাটা একবার শুনুন।

রঞ্জন ঘটক উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল

রঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ—শুনুন!

বিশু। কে হে? [রঞ্জনকে দেখিয়া] ওঃ! আবার তুমি এসেছ? পালাও পালাও বল্‌ছি।

কেদার। থাক্ থাক্ নায়েব মশাই।

রঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ যাই। যাই তা হলে!

বিশু। বামন হয়ে চাঁদে হাত? সমানে সমান ঘরে সম্বন্ধ ঠিক করতে পারো না? পড়েছ এক পাগলার পাল্লায়? নন্দ মোক্তার তোমায় রাজা করে দেবে?

ঘটক। আজ্ঞে—তা যা বলেছেন। কিন্তু আমি যে ধনে প্রাণে মারা গেলাম কর্ত্তা। এদিকে আপনি তাড়া করছেন ওদিকে আবার গোপীনাথপুরের পথ পেরোবার জো নেই। দেখলেই বলে "দোবো এক নম্বর ঠুকে।"—নালিশ মোকদ্দমা সামলাতে পারবো না কর্ত্তা—মরে যাবো।

নেপথ্যে নন্দ মোক্তার

নন্দ। কই হে সনাতন! আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে—বা! বা! বা!

নন্দ মোক্তার প্রবেশ করিল

যার খাই তারই সর্ব্বনাশ করি? তবে আর ঘটক বলেছে কেন? আমারই নিন্দে? দেখ সনাতন! তুমি আমায় যে সে লোক পাওনি। আমি নন্দ মোক্তার।

ঘটক। আজ্ঞে সনাতন ত নয়; আমার নাম রঞ্জন।

নন্দ। ওই হোলো! ও সনাতনও যা, নিরঞ্জনও তাই। যার নাম চাল-ভাজা তার নামই মুড়ি। এই যে বিশুবাবু! নমস্কার!

বিশু। হ্যাঁ নমস্কার! [কেদারকে] এইবার ষোলো কলা পূর্ণ হোলো। ঠ্যালা সামলান—আমার সাধ্য নয়। আমি চললাম্।

প্রস্থান

নন্দ। আরে পালাচ্ছেন যে! আচ্ছা! আদালতে ধরবো, তখন ছাড়াতে পথ পাবেন না।

রঞ্জন। আজ্ঞে তা যা বলেছেন। কিন্তু কত্তামশাই এসে গেছেন যে। এই যে উনি! আপনার সাম্‌নে বসে আছেন।

নন্দ। ও হো হো দেখতে পাইনি। মাথার ঠিক ছিল না; কিছু মনে করবেন না। আপনারা হলেন গিয়ে জমিদার মানুষ, মহাশয় ব্যক্তি, দেশের মাথা বললেই হয়।

রঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ তা যা বলেছেন।

নন্দ। তুমি থামো। তুমি চুপ কর। নন্দ মোক্তারের ওপর মোক্তারি করতে এসেছ। ঘটকালি কর্ত্তেই জানো না—তা মোক্তারি।

কেদার। কি বল্‌ছেন বলুন। বসুন! বসুন না।

নন্দ। সনাতনের কাছে শুন্‌লাম সব। আপনি ত মশাই ভয়ানক লোক। এ কি সর্ব্বনেশে কথা বলছেন আপনি? বিয়ে নাকি হবে না? বিশুবাবুকে ঠেকিয়ে দিয়ে নন্দ মোক্তারের কাছে পার পাবেন আপনি? ক্ষেপেছেন?

কেদার। আজ্ঞে না। বিয়ের ব্যাপারে আর আমাকে টানবেন না। আমাকে মাপ করুন।

নন্দ। উঁহু! কিছুতেই শুন্‌ছি না। আজ যখন একেবারে হাতে হাতে ধরে ফেলেছি তখন কিচ্ছুতেই ছাড়ছি না। আমার নাতনীটিকে একবার দেখুন দেখলে মুণ্ডটি আপনার ঘুরে যা'বে। তখন বুঝবেন নন্দ মোক্তার হক্ কথা বলে।

কেদার। দেখুন! আমার এদিকে মোটেই সময় নেই—এই ট্রেনেই আমায় ফিরে যেতে হবে।

নন্দ। ইষ্টিশানে যাবেন তো? আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়েই ত যেতে হয়। টুক্ করে নেমে একবার দেখে নেবেন আর বলবেন আপনার পছন্দ হয়েছে। পছন্দ আপনার হতেই হ'বে। আমার নাত্‌নী দেখলে আপনার চোখ জুড়িয়ে যা'বে। সাক্ষাৎ মা ভগবতী!

কেদার। সাক্ষাৎ মা ভগবতী! তা হ'বে। আপনি সুখী লোক নন্দবাবু! স্ত্রী পুত্র—

নন্দ। হ্যাঁ পুত্র মানে ঐ গোবিন্দ। ওর মা বলে গৌরীর সঙ্গে গোবিন্দের বিয়ে দাও। ক্ষেপেছেন? তাও কখনো হয়? যাক্— চলুন! উঠুন! দুগ্‌গা! দুগ্‌গা! চলো হে সনাতন?

রঞ্জন। আজ্ঞে! আমি একবার রবীনবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাবো।

নন্দ। আচ্ছা সে ভালো সে ভালো। তাকেও একদিন নিয়ে গিয়ে টুক্ করে দেখিয়ে আন্‌বো। চলুন, চলুন।

কেদার। আপনার হাত থেকে যখন নিস্তার পেলাম্ না দেখি নিয়তির মনে কী আছে। নায়েব মশাই! গাড়ী বের করতে বলুন।

বিশুবাবুর প্রবেশ

বিশু। সাধে আর আপনাকে জরুরী চিঠি দিয়ে আন্‌লাম্‌ কত্তামশাই। আমাকে তো একেবারে পাগল করে দিলে।

নন্দ। ছিঃ। নায়েব মশাই। শুভকার্য্যে বাধা দেবেন না। আজ যখন দিন পেয়েছি, আপনি একটু নায়েবী চালটা ছাড়ুন।

রঞ্জন। আজ্ঞে' তা যা বলেছেন।

নন্দ। তুমি ফোড়ন কাটবার কে হে? আমাদের হচ্ছে রাজায় রাজায় কথা তুমি কে হে!

রঞ্জন। আজ্ঞে তা যা বলেছেন।

কেদার। নায়েব মশাই আপনিও চলুন।

বিশু। ওইটে পারবো না কত্তামশায়। তা ছাড়া আর যা বলেন এখুনি করছি।

কেদার। আচ্ছা থাক্‌ তা হলে।

নন্দ। হ্যাঁ ওঁর আবার মাথায় কতকগুলো মামলা ঝুলছে। চলুন।

কেদার। চলুন।

নন্দ। দুগ্‌গা! দুগ্‌গা!

Stage ঘুরিয়া গেল

গ—মাঠ

রবীন ও গৌরী বসিয়াছিল

রবীন। গৌরী! তুমি তো আজ বেশী কথা বলছো না। আমাকে বুঝি তোমার ভালো লাগছে না—

গৌরী। কী যে বলেন ?

রবীন। বলেন্ না—বলতে হয় "বলো"

গৌরী। যাও !

রবীন। ওতেই হবে। সত্যি গৌরী! আজ আমার খুব ভাল লাগছে। আচ্ছই আমি তোমার দাতুকে বলবো যে তোমাকে বিয়ে করবো আমি ?

গৌরী। হুঁ ! দেবে এখন এক নম্বর ঠুকে।

রবীন। তা দেবেন। তবু তোমার দাতু কিন্তু লোক খুব ভালো। আমি দেখেছি—এই রকম লোক যাদের সকলেই পাগল বলে তাদের মনটি হয় ভারী সাদা ভারী নরম।

গৌরী। সত্যি, দাতু ভারী ভালো। আমাকে খুব ভালোবাসে। কিন্তু—

রবীন। কিন্তু কি গৌরী !

গৌরী নীরব

বলো চুপ করে কেন গৌরী ?

গৌরী। কিন্তু দিদিমণি যেন কেমন! আমাকে খালি বকে। মাও আমায় বকে ; কিন্তু ঠিক জানি সে দিদিমণির ভয়ে। দিদিমণি আরো বলেছে ওই গোবিন্দের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে।

রবীন। গোবিন্দের সঙ্গে—হা হা (হাস্য)

গৌরী। হাসি না—সত্যি। আগে আমিও ভাবতাম্ ঠাট্টা, কিন্তু এখন যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে। দাতু অবশ্যি শুনে খুব

রাগ করেছে দিদিমণির ওপর—আর উঠে পড়ে লেগেছে আমার বিয়ের জন্যে। কিন্তু দাদু যে সম্বন্ধই আনে দিদিমণি দেখি নিজের ছেলেটি ছাড়া আর কোন পাত্র পছন্দই হয় না।

রবীন। কিন্তু তোমার দাদু কোথায় সম্বন্ধ করেছেন জানো?

গৌরী। কী জানি! কোথাকার এক জমিদারের ছেলের সঙ্গে নাকি সম্বন্ধ হচ্ছে।

রবীন। ও! আচ্ছা গৌরী। এ বিয়েতে তোমার মত আছে তো?

গৌরী। আমি অত জেরার ধার ধারি না। যা সত্যি, যা ঘটেছে তাই বললাম। তোমার যা ইচ্ছে হয় কোরো!

রবীন। আচ্ছা সেই জমিদার নন্দনের নাম ধামটা জিজ্ঞাসা করে এসে আমায় দিও তো! আমি একবার বন্দুকটি নিয়ে গিয়ে।—

গৌরী। ইস্—বন্দুকের বড়াই! বন্দুক নিয়ে ত যে কেউ লড়তে পারে। গায়ের জোর নেই?

রবীন। জমিদার নন্দনটিকে একবার সামনে পাই ত দেখিয়ে দিই।

গৌরী। আচ্ছা দিও, আমি যাই!

রবীন। কিন্তু নাম, ধাম, ঠিকানা?

গৌরী। দাদুর কাছে যাও!

রবীন। ওরে বাবা! সে আমার দ্বারা হবে না। বললাম তুমি আমায় জেনে দাও। ও বুঝেছি, জমিদার নন্দনের আবার যদি কোনো বিপদ ঘটিয়ে ফেলি—তাই বলবে না—আচ্ছা!

গৌরী। তার জন্যে ত আমার ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না।

রবীন। তুমি তো বড় ভয়ানক লোক। জমিদারের ছেলেটির

ওপরও টান নেই—আবার আমারও যে একটু সুবিধে হবে—তাও করবে না? ও বুঝেছি কাকে তোমার পছন্দ।

গৌরী। কাকে?

রবীন। গোবিন্দকে।

উত্তরে হাসিল

তা বেশ মানাবে ভালো!

গোবিন্দের প্রবেশ

গোবিন্দ। গৌরী।

রবীন। ওই এসেছে।

গোবিন্দ। গৌরী তোরে তোর মা ডাকছে। তোর মা তোকে মারবে।

গৌরী। হ্যাঁ মারবে। যা ভাগ্।

রবীন। হ্যাঁরে। গৌরীর যে অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

গোবিন্দ। যাঃ মিছে কথা। মা বলেছে গৌরী বউ হবে।

গৌরী। এই গোবিন্দ! ভালো হবে না বলছি।

রবীন। না রে গোবিন্দ! দুটিতে বেশ মানাবে।

গোবিন্দ। হুঁ!

রবীন। যদি বিয়ে হয়ে যায়—তবে কি করবি?

গোবিন্দ। হুঁ মা বলেছে—তাড়িয়ে দেবে।

গৌরী। যা ভাগ্।

গোবিন্দের প্রস্থান

নেপথ্যে নন্দমোক্তার

নন্দ। ও বাবা গোবিন্দ! তুই এখানে? গৌরী কোথায়?

গোবিন্দ। (নেপথ্যে) ওই যে—

গৌরী। দাদু! আমি এইখানে! দাদু!

নন্দ ও কেদারের প্রবেশ

রবীন। এই যে পিসেমশাই।

ছুটিয়া পলাইল

গৌরী। দাদু! না-না।

কেদারকে দেখিয়া থমকিয়া দাড়াইল

কেদার। না-না-না! এ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না। বিশুবাবু ঠিকই বলেছেন। আপনি কি পাগল হয়েছেন। আমি বেঁচে থাকতে—ছি ছি!

নন্দ। শুনুন, শুনুন!

কেদার। ড্রাইভার! আমি আজই রবীনকে নিয়ে যাবো।

প্রস্থান

নন্দ। দিদিমণি!

গৌরী। কেন দাদু?

নন্দ। ছি দিদি ছি! এত কষ্ট করে হাতে পায়ে ধরে ডেকে নিয়ে এলাম! সব ভেঙে দিলি? যাক্ কি আর হবে? চল্ বাড়ী চল্!

SCREEN

ত্রয়োদশ দৃশ্য

নন্দমোক্তারের বাড়ী

জগমোহিনী

নন্দর প্রবেশ

নন্দ। নাঃ আমার মাথাটা একেবারেই খারাপ করে দিলে এই মেয়েটা! এখন আমি কি করি। কোথায় খুঁজি বলো ত?

গিন্নী। তখনি বলেছিলাম গোবিন্দের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দাও।

নন্দ। তুমি থামো। ওই কথা আবার বলেছ কি সব খুন করেঙ্গা। একধার থেকে সব খুন করেঙ্গা। গোবিন্দের সঙ্গে আমার দিদিমণির বিয়ে। বা! বা! বা! কী বুদ্ধি তোমার!

গিন্নী। তুমি তো শুধু আমার দোষই দেখ। কেন? শঙ্করীকে শুধু তুমিই ভালোবাসো নাকি। বলি—আমি ঠাঁই না দিলে কোথায় থাকতো সে? আর কোথা থেকে তুমি দিদিমণি দিদিমণি করতে শুনি? ও যখন আশ্রয় নেবার জন্য এলো তখন কোথায় ছিলে তুমি? তুমি তো তখন মামলা করতে কলকাতায় গিয়েছিলে!

নন্দ। আহা তাতো জানি, তাতো জানি। এই দেখ—এইবার বোধ হয় নাকে কাঁদতে সুরু করবে। আরে—সে তো আমি জানি।

গিন্নী। ছাই জানো! তা হলে কথায় কথায় তুমি ওকথা বলো কেন? ওদের বুঝি আর আমি ভালোবাসি না? তবে

আমার গোবিন্দর কথা ভেবেই বা......আর মেয়েটাও চোখের ওপর থাকতো। এতটাকাল আদর দিয়ে মানুষ করেছি—না হয় বৌয়ের মত ঘরে থাকতোই।

নন্দ। আরে সে সব কথা এখন থাক্। আমার মাথাটা এখন খারাপ হয়ে আছে। এখন দিদিমণি কোথায় গেল—সেই হচ্ছে ভাবনা।

গিন্নী। কোথাও গিয়ে পালিয়ে রয়েছে হয়তো। যে দস্যি মেয়ে!

নন্দ। তোমার যেমন বুদ্ধি। পালিয়ে রয়েছে! কতো কি হতে পারে? বিপদ্ আপদের কি শেষ আছে নাকি? বিয়ের জন্যে ভালো সম্বন্ধর ঠিক করেছি—বড়লোকের ঘর। ভদ্রলোকরা আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত করতে এসেছিলেন—কোন্ দুঃখে পালাবে শুনি?

গিন্নী। এই তোমার বুদ্ধি? ও ত ঐ বিয়ে করবার ভয়েই পালিয়েছে।

নন্দ। কেন? বিয়ে করতে ভয় কিসের?

গিন্নী। আ—আমার পোড়া কপাল! একটুও বুঝতে পারছো না?

নন্দ। না—না বুঝতে পারছি না—দয়া করে বুঝিয়ে দাও।

গিন্নী। মেয়েটা আর কোথাও বিয়ে করবে না করবে সেই বন্দুক ছোঁড়াকে—তা সে জমিদারই হোক কি ঠিকেদারই হোক্—মা মেয়ের ঠিক এক ধরণ। বড় ভয়ানক জিদ্ ওদের।

নন্দ। ও—তাই নাকি? তাতো আমি বুঝতে পারি নি। তা হলে ত দেখছি যত নষ্টের মূল ঐ বন্দুক-ছোঁড়া। দাঁড়াও তো দেখাচ্ছি তোমার মজা!

প্রহারোদ্যত—তখনই ফিরিলেন

ও তাইতো! তাকে ছাড়া যে আবার দিদিমণি বিয়ে করবে না। তাই না তুমি বললে?

গিন্নী। আমি তো বলেছি। কিন্তু তুমি কিছু বুঝছো না নাকি?

নন্দ। না—না বুঝছি না। আমার খুসী বুঝবি না। ওর চেয়ে বড় বড় জিনিষ আমায় বুঝতে হয়—তুমি বলো তাই কি না।

গিন্নী। তাই তো। তা ছাড়া—উপায় কি? আমার গোবিন্দর কথা তো আর তুমি ভাববে না।

নন্দ। ধেৎ তেরি। আমায় রাগিও না বল্‌ছি। আমার মনটা এখন খারাপ—বলে দিদিমনিকেই পাওয়া যাচ্ছে না—এখন গোবিন্দ আর তার বন্দুক ছোঁড়া—পুকুরটাতে একবার জাল ফেলে দেখবো—ও না—না তুমি তো বলছো পালিয়েছে, কিন্তু পালালে এখন খুঁজে বার করি কি করে—

শঙ্করীর প্রবেশ

শঙ্করী। কি হবে বাবা। ও ঠিক আমারি মতো দুরন্ত হলো? এখন ফিরে এলে বাঁচি। গোবিন্দকে খুঁজে আনতে পাঠিয়েছি, সে ও ত অনেকক্ষণ হলো এখনো ফিরলো না।

নন্দ। তুই কিছু ভাবিস্ নি মা। আমি কি চেষ্টার ত্রুটি করছি; আমি বলছি দিদিমনি এখুনি ফিরে আসবে। কিন্তু মা, ফিরে এলে যেন তাকে মারিস ধরিসনি, এইটি আমি আগে থাকতে বলে রাখছি।

শঙ্করী। না না মারবো না বাবা মারবো না। এখন শুধু সে ভালয় ভালয় ফিরে আসুক।

নন্দ। আচ্ছা, আমি তা হ'লে আর একবার দেখে আসি।

প্রস্থান

জগমোহিনী। তুই ভাবিস্‌নি শঙ্করী। আমার মনে হয় সে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে—আসবে এখুনি। তা হ'লে ও একবার কাছাকাছি, দু'চার বাড়ী খোঁজ করেই আসি। তুই বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাস্‌নি যেন।

প্রস্থান

গোবিন্দের প্রবেশ

গোবিন্দ। দিদি। শোনো।

শঙ্করী। কেন রে? গৌরী কোথা?

গোবিন্দ। বন্দুক ছোঁড়া আমায় ঝুমঝুমি কিনে দিয়েছে; বলেছে চুপি চুপি তোর দিদিমনিকে ডেকে আন্‌বি। তোর মাকে কিছু বলবি না।

শঙ্করী। কোথায় সে? ডাক্‌ এখানে!

গোবিন্দ। দিদি ডাক্‌ছে তোমাকে ভেতরে এসো!

শঙ্করী ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইল

রবীনের প্রবেশ

রবীন। আমাকে লজ্জা করবেন না মা। আমি রবীন। গৌরী ঠিক আছে। আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে একবার আসুন পরে সব জানতে পারবেন।

শঙ্করী। না—এখুনি জানতে চাই। বলো গৌরী কোথায়? এ কি অন্যায় ব্যবহার তোমার?

রবীন। দয়া করে আমায় ভুল বুঝবেন না। যে জমিদারের ছেলেটির সঙ্গে গৌরীর সম্বন্ধ ঠিক ছিলো আমিই সেই। আমাকে বিশ্বাস করুন। গৌরীও জানে না—আমিই সে।

শঙ্করী। লুকোচুরির কি দরকার ছিল? স্ত্রীলোকের সম্মান নিয়ে এমন ছেলেখেলা করা কি তোমার উচিত হয়েছে? দেখে মনে হয় তুমি শিক্ষিত। বড় লোক বলে কি এমনি করে তোমরা আমাদের অপমান করবে?

রবীন। আপনি শান্ত হোন্ মা। আরো সব কথা শুনুন। আমার নায়েব কিছুতেই এ বিয়ে হ'তে দেবে না; তাই লজ্জার মাথা খেয়ে ঘটককে ডেকে গোপনে আমি নন্দবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলাম্ —সব ব্যবস্থা করবার জন্যে—কিন্তু কপালদোষে ফল হোলো উল্টো। কিন্তু আজ তো দেরী করলে চল্‌তো না মা! অন্য জায়গায় গৌরীর বিয়ে ঠিক হয়ে যেতো। তাই অন্যায় জেনেও একটা দোষ আমি করে ফেলেছি মা! গৌরীকে আমি আমার বাড়ীতে নিয়ে গেছি। আমায় ক্ষমা করুন মা! আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখুন। আমার কেউ নেই—আমার জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায়—এটা কি—আপনি চান?

শঙ্করী। এখন তুমি কি চাও? তোমার অভিভাবকের বিরুদ্ধে গৌরীকে বিয়ে করবে।

রবীন। আপনি আর দেরী করবেন না মা। দয়া করে আসুন আমার সঙ্গে।

শঙ্করী। কিন্তু বাবা, মা—এঁদের না জানিয়ে—

রবীন। তাহ'লে আরো বিপদ ঘটবে মা—আমি শুনেছি গোবিন্দের সঙ্গে—

শঙ্করী। ও বুঝেছি—চলো।

গোবিন্দ। আমি হাওয়াগাড়ী চাপ্‌বো দিদি।

রবীন। আজ নয় গোবিন্দ, কাল।

শঙ্করী ও রবীনের প্রস্থান

নেপথ্যে মোটরের হর্ন

জগমোহিনীর প্রবেশ

জগমোহিনী। শঙ্করী!

গোবিন্দ। দিদি তো নেই, চলে গেছে—হুঁ হুঁ বাবা বলবো না। আমায় ঝুমঝুমি দিয়ে বলতে বারণ করে গেছে—বলবো না বাবা!

জগমোহিনী। কোথায় গিয়েছে, বল্ শিগ্‌গির।

গোবিন্দ। না বাবা বলবো না—তা হলে আর হাওয়াগাড়ী চাপতে দেবে না।

জগমোহিনী। হাওয়াগাড়ী চাপ্‌তে দেবে না—সে কি? কে দেবে না?

গোবিন্দ। হুঁ হুঁ বাবা বলবো না—বন্দুক ছোঁড়া বলতে বারণ করেছে—

জগমোহিনী। আ মরণ! এমন না হলে আর কপাল বলেছে কেন? এই হতভাগা বল না, নইলে তোকে আজ কেটেই ফেলবো।

গোবিন্দ। দিদিকে তো বন্দুক ছোঁড়া হাওয়াগাড়ি করে নিয়ে গেল। তোমাকে বলতে বারণ করে দিয়েছে। বললে হাওয়াগাড়ি চাপতে দেবে না।

জগমোহিনী। তোমায় হাওয়াগাড়ি আজ চাপাচ্ছি হতভাগ কোথাকার।

নন্দ মোক্তারের প্রবেশ

নন্দ। কি হলো কি? অত চ্যাচাচ্ছো কেন? এদিকে দিদিমনিকে তো পেলুম না।

জগমোহিনী। আর পেয়েছো! এদিকে তোমার গুণের মেয়েও যে না বলে কয়ে সেই বন্দুক ছোঁড়ার সঙ্গে পালালো।

নন্দ। অ্যাঁ বলো কি? হ্যাঁরে গোবিন্দ, গৌরীর কথা কিছু শুনলি?

গোবিন্দ। হুঁ; বলছিল বন্দুক ছোঁড়ার বাড়ীতে গৌরীকে নিয়ে গেছে।

নন্দ। তাহলে তো ভালই হয়েছে। বেশ হয়েছে।

জগ। বেশ হয়েছে! এই না শুনি বন্দুক ছোঁড়ার ওপর তোমার রাগ।

নন্দ। একটা মজা হয়েছে শোন—ঘটক ব্যাটার সঙ্গে রাস্তায় দেখা। ব্যাটাকে গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনলুম—ব্যাটা আজ ভয়ে সব ফাঁস করে দিলে—ওই বন্দুক ছোঁড়াটাই নাকি সেই জমিদারের ছেলে। হুঁ হুঁ তা—ছেলের বাহাদুরি আছে। ছোঁড়াটা নিশ্চয় মোক্তারি পড়েচে। মোক্তারি মাথা না হলে এমন মাথা আর কোথাও হয়না। ছাখো আমি এখুনি চল্লুম।

জগ। ছাখো তুমি বড় নির্লজ্জ বেহায়া—তোমার রাগ অভিমান নেই? খবর দিক—এসে পায়ে ধরে মাপ চাক্—তবে তো?

নন্দ। ঠিক বলেচো, নিশ্চয় রাগ কর্ব।

জগমোহিনীর প্রস্থান—নন্দ ভাবিতে লাগিল

জগমোহিনী খাবারের ঠোঙা লইয়া
খাইতে খাইতে প্রবেশ করিল

জগ। খাবার গুলো শুধু শুধুই আনা হোলো। নে গোবিন্দ?

গোবিন্দকে মিষ্টি খাইতে দিল

নন্দ। দেখ, রাগ করে আজ আমি খাবোই না।

জগ। কেন? শঙ্করী খেতে দেবে না বলে?

নন্দ। দেখ, তুমি আমার চেয়েও চালাক।

জগ। জানো ব্যাটা ছেলে হলে আমি উকিল হতুম তোমার মত মোক্তারদের কান কাটতুম।

নন্দ। এই গোবিন্দ! ভাগ্—হতভাগা!

জগ। না সত্যি শোন—ওর জন্যেও একটি ক'নে দেখো।

গোবিন্দ। বাবা, রতনপুরের মেলা হচ্ছে—আমি যাত্রা শুনতে যাবো।

নন্দ। যাবি, যাবি—তুই যাবি—দিদিমনি যাবে—

গোবিন্দ। ঠিক নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

জগ। দিদিমনি কোথায়? সে তো—

নন্দ। ওহো হো ভুলে গেছিলুম—যাক্ সেখান থেকেই ধরে নিয়ে যাবো।

জগ। রাগ জল হয়ে গেল?

নন্দ। ঠিক বলেচো। আমি রাগ করেই থাক্‌বো আমি রাগই কর্ব।

জগ। থামো থামো আর দেমাকে কাজ নেই। ভারি খাতির তোমার।

নন্দ। আমি বাবা সাচ্চা মানুষ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক আমায় খাতির করে—তুমি খাতির না করলে তো বয়েই আমার গেল।

জগ। সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে বকবক কর্বে না ভেতরে যাবে ?

নন্দ। চলো, কিন্তু ভালো লাগ্‌ছেনা—চলো।

SCREEN

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

রবীনের বাড়ী

রবীন ও শঙ্করীর প্রবেশ

রবীন। আসুন মা! গৌরী!

গৌরীর প্রবেশ

গৌরী মা এসেছেন।

গৌরী। মা!

রবীন। বসুন মা। মনে করবেন এ আপনারই বাড়ী। কোন সঙ্কোচ করবেন না। আমি একবার নায়েব মশায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।

প্রস্থান

গৌরী! মা! আমি অন্যায় করেছি। আমায় মাপ করো। উনি এমন করে বল্লেন ওঁর সঙ্গে আস্‌তে! আমি না বলতে পারলাম্ না।

শঙ্করী। তা আমায় একবার বলে এলি না কেন মা? কী ভাবনাতেই যে ছিলাম্ এতক্ষন তা যদি জানতিস্! আর ন্যায় অন্যায়ের কথা তো জানিনে মা। ন্যায় অন্যায়ের ভার ছেড়ে দিয়েছি ভগবানের হাতে।

গৌরী। আমারো ভালো লাগছিলো না মা। আমি এসেই ওঁকে পাঠিয়েছি। উনি একটু ভয় পাচ্ছিলেন অথচ—

শঙ্করী। যাক্ মা! তোমাকে যে ভালায় ভালোয় পেয়েছি এই আমার যথেষ্ট।

গৌরী। মা, এঁদের বার বাড়ীর উঠোনে বড় চমৎকার যাত্রা হচ্ছে।

শঙ্করী। যাত্রা? যাত্রা আমি অনেক দিন শুনিনি গৌরী। কিন্তু না মা থাক্। আবার কোথা থেকে কি হয়ে যাবে।

গৌরী। কি আবার হবে মা? আমরা চিকের আড়াল থেকে শুনবো।

শঙ্করী। না গৌরী! আমার মন ভালো নেই।

গৌরী। দাদুর জন্যে মন বুঝি কেমন করছে, না মা?

শঙ্করী। তোর করছে না গৌরী?

গৌরী। হ্যাঁ।

শঙ্করী। না জানি বাবা মা কি ভাবছেন। কি জানি কেমন করে যে এখানে এলাম্। রবীন যখন বল্লে "মা! আপনার সঙ্গে যেতে হবে" তখন আমিও না করতে পারলাম্ না। চলে এলাম্।......জানিস্ গৌরী! রবীনই সেই জমিদারের ছেলে—যার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ এসেছিলো। রবীনই সব ব্যবস্থা করেছিলো। বাবা শুন্‌লে কত খুসী হতেন!

কাঁদিল

গৌরী। মা তুমি বড় বেশী কাঁদো! কেন বলো ত।

শঙ্করী। ছেলেবেলায় আমি বড়ো বেশী হাস্‌তাম্ কি না—তাই।

গৌরী। কিন্তু আমিও বড় হাসি মা?

শঙ্করী। তাইতো আমার বড় ভয় মা। কী জানি তোর জন্যে আমার মরেও শান্তি নেই।

গৌরী। মরবার কথা বলোনা মা! আমার ভালো লাগে না। চল না মা—যাত্রা শুনি গিয়ে। তোমার মনটা নিশ্চয়ই ভালো হ'বে।

কি সুন্দর পালা করছে ওরা। আমি লুকিয়ে একটু দেখে এসেছি কি না! মা! দয়মন্তী যে করছে সে কী সুন্দর কেঁদে কেঁদে গান গাইছিলো। আর পেছন থেকে একজন লোক কী চমৎকার যে বেহালা বাজাচ্ছিলো।

শঙ্করী। বেহালা? বেহালা?

গৌরী। কী হলো মা?

শঙ্করী। না কিছু না মা!

বিশুবাবুর প্রবেশ

বিশু। রবীন!

গৌরী। আপনার খোঁজেই ত গেলেন। আচ্ছা আমি দেখ্‌ছি।

বিশুবাবু। না তোমাকে দেখতে হবে না—আমি নিজেই দেখে নিতে পারবো।

রবীনের প্রবেশ

রবীন। আমাকে ডাকলেন নায়েবমশাই?

বিশুবাবু। হ্যাঁ ডাকলাম, এরা কারা?

রবীন। আপনি ত ভালোই জানেন নায়েবমশাই।

বিশুবাবু। না—জানি না; জানতে চাই না। তুমি বলো এরা কারা!

রবীন। বেশ! তবে শুনুন। আমার ভাবী স্ত্রী এবং শাশুড়ী।

বিশু। ও সেই রাঁধুনী বামুনী আর তার মেয়ে!

রবীন। নায়েবমশাই! আমার মর্য্যাদা না রাখেন না রাখুন; কিন্তু ভুলে যাবেন না—এঁরা আমার অতিথি।

বিশু। এতদিন নায়েবী করে এলাম—কিসে কার মর্য্যাদা রক্ষা হয় আমার জানা আছে।

শঙ্করী। উনি ঠিকই বলেছেন বাবা। আমরা কে? সামান্য লোক! আমাদের জন্যে তুমি তোমার অভিভাবকের সঙ্গে ঝগড়া করো না। আমাদের তুমি দয়া করে বাবার কাছে রেখে এসো।

গৌরী। মা তুমি থামো ত!

বিশুবাবু। রবীন! কিসে তোমার ভালো আর কিসে মন্দ তা আমাকেই দেখতে হয়। আমি বেঁচে থাকতে একজন রাঁধুনী বামনীর মেয়েকে জমিদার বংশের বৌ করতে পারবো না। এরা কী ধরণের স্ত্রীলোক তোমার জানা নেই? তুমি ছেলেমানুষ?

গৌরী। দেখুন বয়েস হলেই যে সব সময়ে জ্ঞান বাড়ে না—তার দৃষ্টান্ত আপনি নিজে! রবীনবাবু! আমরা এখুনি চলে যাবো। মা চলো!

রবীন। না তোমরা যদি যাও ত এ বাড়ীতে আমারও আর থাকা চলে না। বিশুবাবু! মনে রাখবেন আপনি আমার কর্ম্মচারী। আপনি আমাকে উপদেশ দিতে পারেন; কিন্তু অপমান কর্ত্তে পারেন না। আপনাকে আমি যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছি—কিন্তু আর নয়। [শঙ্করীকে] মা! সন্তান বলে আমায় ক্ষমা করুন। গৌরী!

বিশু। বেশ তোমার সম্পত্তি যক্ষের মতো এতদিন আগলে রেখে-ছিলাম। কাল তোমার কর্ম্মচারীর কাছে সব হিসেব নিকেশ বুঝে নিও। আমি ছুটি নিলাম।

শঙ্করী। নায়েবমশাই! আপনি ছেলেমানুষের অপরাধ নেবেন না। আমরা চলে যাচ্ছি; কিন্তু বিশ্বাস করুন আমরা সত্যিই খুব ছোটো নই।

রবীন। মা! আমাকে মাপ করুন। আর অপরাধী করবেন না। [বিশুকে] বেশ, বিশুবাবু! কাল থেকে নিজের জিনিষ আমি নিজেই বুঝে নেবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বিশু। কিন্তু তোমার পিসিমা পিসেমশাই তোমার সব ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁদের আমি খবর দিচ্ছি। তাঁদেরই সামনে তোমার বিষয় সম্পত্তি সব বুঝিয়ে দেবো। আর তুমি জানো বোধ হয় যে তোমার পিসেমশাই অত্যন্ত রাগ করে এখান থেকে চলে গেছেন। তোমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তোমাকে খুঁজে পেলেন না। এ মেয়ের সঙ্গে কিছুতেই বিয়ে হতে পারে না এও তিনি স্পষ্ট বলে গেছেন। তিনি আসুন তারপর আমার দায়িত্বের শেষ। আমাকে না মানতে পারো; কিন্তু তোমার পিসিমা পিসেমশাইকেও যদি না মানো—তবে আর বলবার কিছু নেই।

প্রস্থান

শঙ্করী। কিন্তু এ তুমি কি করলে বাবা! আমাদের ভাগ্য নিয়ে আমরা বেশ ছিলাম। কেন তুমি মিথ্যে আমাদের এখানে নিয়ে এলে?

রবীন। না মা! এতে এতটুকু ক্ষোভ আমার নেই। আপনারা এখানেই থাকবেন। এত অপমানের পর আপনাদের থাকতে বলবার মুখ আমার নেই; কিন্তু আমার একজন কর্মচারীর চোখ-

রাঙানি যদি আমরা সবাই মাথা পেতে নিই—সে আমাদেরই লজ্জা। আমি সব কথা গুছিয়ে বল্‌তে পারছি না মা! গৌরী! তুমি কি বুঝিয়ে রাখতে পারবে না মাকে?

গৌরী। বা! খুব সোজা কাজটি দিলেন ত আমাকে। এখন আমি কি করি?

রবীন। কিছুই করতে হবে না। মা! রাত অনেক হয়েছে। রাতটা থাকুন। অন্ততঃ সে জন্যেও আজ রাতটা থাকুন। কোন চিন্তা করবেন না। কাল সকালে আমি এর একটা বিহিত করবো। রাত অনেক হয়েছে। আমি চলি।

গৌরী। চলো মা! কাল সকালেই না হয় আমরা চলে যাবো।

শঙ্করী। কিন্তু বাবার কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে?

গৌরী। তোমার ভাবতে হবে না মা। সে ভার আমার। আমার বড় ঘুম পাচ্ছে মা। চলো যাই।

দুজনে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। গৌরী আগে শঙ্করী পরে
[বেহালা বাজিয়া উঠিল] গৌরী হঠাৎ বলিয়া উঠিল

গৌরী। মা! ঐ শোন সেই বেহালা!

শঙ্করী। বেহালা! ঠিক এমন সময়ে?

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে উপরে উঠিয়া গেল। নেপথ্য হইতে গান এবং
বেহালার বাজনা শোনা যাইতেছিল শঙ্করী ও গৌরী
দুজনেই শুনিতে লাগিল। গান থামিল কিন্তু
বেহালা তখনো বাজিতেছে।

গৌরী। মা! আমার ঘুম পেয়েছে! চলো না।

শঙ্করী। তুই যা মা! আমি যাচ্ছি।

গৌরীর প্রস্থান

কিছু পরে শঙ্করীও চলিয়া গেল এবং একটা চাদর জড়াইয়া
উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া বাড়ীর
বাহিরে চলিয়া আসিল

SCREEN

পঞ্চম দৃশ্য

ক—রবীনের বাড়ী।

ভোররাত্রি।

নেপথ্যে যাত্রাদল। চোর! চোর! চোর!

শঙ্করী ছুটিয়া প্রবেশ করিল

অধিকারী। দাঁড়াও! দাঁড়াও! খবরদার ভেতরে যেওনা।

চন্দ্রকান্ত। কী সাংঘাতিক মেয়েছেলে বাবা। ঘুটঘুটি আঁধার রাতে সাজঘড়ে গিয়েছে।

মদন। আরে অভিসারে গেছিলেন। (সুরে) আমার বঁধুয়া আন-বাড়ী যায়, আমারি আঙিনা দিয়া।

অধিকারী। তোরা চুপ কর, বাবা তোরা চুপ কর। এর একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। কী জানি বাবা। মেয়েছেলের অসাধ্য কিছুই নেই—হয়তো একটা বদ্‌নাম দিয়ে বস্‌বে আমার দলের। লোকে ত বল্‌বে যাত্রাওয়ালা ছোটলোক।

শঙ্করী। আপনাদের পায়ে পড়ি—দয়া করে' আমায় ছেড়ে দিন! আমি ভুল করেছি।

অধিকারী। কিছু যে বুঝতে পার্চ্ছি না বাছা। চোখে শরষে ফুল দেখছি! যাত্রা করে খাই—এখনো বায়না পত্তোর মেটেনি। দলের বদ্‌নাম হ'লে কি আর টাকা দেবে? —না পরে লোক ডাকবে? সত্যি কথাটা বলো-না গা!

শঙ্করী। সে লজ্জার কথা আমি বল্‌তে পারবো না বাবা! আমি আপনার মেয়ে। দয়া করে আমাকে যেতে দিন।

মদন। ও মশাই! ও বাবু মশাই! একবার উঠুন না। বড় ভয়ানক ব্যাপার হয়েছে।

দারওয়ানের প্রবেশ

দারওয়ান। এই! কাহে চিল্লাতা হায়? চুপ রহো! কেয়া? হুয়া ক্যা?

অধিকারী! এই ত্যাখো না বাবা কি হয়েছে। তোমার বাবুকে একবার ডাকো না জমাদার সাহেব।

দারওয়ান! (শঙ্করীকে) ভিতর যাইয়ে মাৎ।

ছুটীয়া রবীন ও গেরীর প্রবেশ

রবীন। কি হয়েছে কি? এত গোলমাল কিসের?

এঁ্যা একি? এই দারওয়ান।

দারওয়ান সরিয়া দাঁড়াইল

গৌরী। মা! কী হয়েছে মা? এরা সকলে এখানে কেন?

শঙ্করীর হাত ধরিল

বিশুবাবুর প্রবেশ

বিশু। কী? হয়েছে কি?

অধিকারী। আমাদের কোনো দোষ নেই বাবুমশায়! শুনুন। শেষ রাত্রে যাত্রা ভাঙ্‌লো; সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু আমার চোখে ত ঘুম নেই—তামাক টানছি। এমন সময় ইনি আমাদের সাজঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলেন। আমি তো ভয়ে চীৎকার করে' উঠলাম্—ভাবলাম চোর টোর নাকি। দলের লোকজন সব উঠে পড়লো—এঁর পেছনে ছুটতে ছুটতে এসে দেখি — ইনি এই বাড়ীতেই ঢুকতে যাচ্ছেন! অপরাধ নেবেন না বাবুমশায়! সত্যি কথাই বল্‌ছি।

রবীন। আচ্ছা তোমরা যাও! আমি এর ব্যবস্থা করছি।

মদনমোহন, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতির প্রস্থান

অধিকারী মশাই! আপনি থাকুন!

রবীন ও গৌরী কি যেন বলাবলি করিল। বিশুবাবুও তাহা সকলই শুনিল।

রবীন। দেখুন! আপনার দলের লোকেরা যেন এই নিয়ে আর গোলমাল না করে—আর আজ এখুনি আপনারা চলে যান। আপনাদের বায়না-পত্তর না হয় কিছু বেশী করেই দেওয়া যাবে।

বিশু। (শঙ্করীকে) আর তুমিও শোনো। আমাদের মুখ তো যা পোড়াবার পুড়িয়েছ। আর কেন? তোমার মেয়েকে নিয়ে তুমি চুপি চুপি এখুনি চলে যাও। বরং কিছু টাকা দিচ্ছি তোমাদের।

রবীন। বিশুবাবু! আপনি কাকে কী বল্‌ছেন? আপনার মুখে কি কিছুই বাধে না?

বিশু। না—বাধে না? এরা কী চরিত্রের মেয়েমানুষ তা আমার জানা আছে। তুমিই নতুন করে' জানো!

অধিকারী। কিন্তু সব কথা বিচার না করে'—

বিশু। তুমি থামো তো!

প্রস্থান

নেপথ্যে যোগীন

যোগীন। ও মশাই ফণীবাবু! শুনলাম্ নাকি মেয়েছেলে চোর ধরা পড়েছে? (প্রবেশ করিয়া) আমি ভাবলাম্—চোর না চোর। তা' একথা আমায় বল্‌তে হয়। বেশ লোক যা হোক্।—কে?

শঙ্করী। কে? তুমি! তুমি!

যোগীন। এ্যাঁ শঙ্করী! তুমি বেঁচে আছে? শঙ্করী!

শঙ্করীকে বুকে টানিয়া লইল

অধিকারী। শঙ্করী? আমাদের যোগীনের শঙ্করী? মা! লজ্জা নিবারণ হরি তোমার মুখ রেখেছেন।

শঙ্করী। (কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া) গৌরী! ইনি তোর বাবা—প্রণাম কর।

যোগীন। আমার মেয়ে! এই আমার মেয়ে। প্রণাম থাক্ মা—আগে বুকে আয়।

বিশুবাবুর পুনঃ প্রবেশ করিলেন ও দারওয়ানকে কি বলিলেন

অধিকারী। ওরে যোগীন! হতভাগা! ঘরে চল্ না। এখানে মাকে আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখ্‌বি?

যোগীন। এসো শঙ্করী। আয় মা!

শঙ্করী, গৌরী ও অধিকারীর সহিত প্রস্থান

রবীন। গৌরী!

প্রস্থানোদ্যত

বিশু। [রবীনের হাত ধরিয়া ফিরাইয়া] ছিঃ রবীন! ফিরে এসো। তুমি কি পাগল হলে নাকি? যা হয়েছে তা লজ্জাকর হলেও ভালোই হয়েছে।

নেপথ্যে মোটরের হর্ণ

ঐ ওঁরা বোধ হয় এলেন। তোমার পিসিমা পিসেমশাইকে আমি তার করে' দিয়েছিলাম্।

কেদার ও ভবানীর প্রবেশ

ভবানী। হ্যাঁরে খোকা! তোর পিসিকে কি আর মনে পড়ে না? বুড়ো মানুষ ওঁকে পাঠালাম—তোকে নিয়ে যাবার জন্যে তা' কিছুতেই গেলি নে? হাঁারে! এ কি চেহারা হয়েছে তোর?

রবীন কেদার ও ভবানীকে প্রণাম করিল

কেদার। বেঁচে থাকো বাবা! দীর্ঘজীবী হও!

রবীন। আমাকে মাপ করুণ পিসেমশাই—এবার আপনাদের সঙ্গেই যাবো। চলুন—ওপরে যাই—। পিসিমা!

ভবানী। চল্!

রবীন ও ভবানীর প্রস্থান

বিশু। আপনিও চলুন কর্ত্তামশাই—ওপরে চলুন।

কেদার। না—বিশুবাবু! আগে একটু এখানেই বসি। রাতের ট্রেনে এসে বড় পরিশ্রম হয়েছে।

বিশু। আচ্ছা! বসুন তা হ'লে! এখানেই বসুন। ওরে—আচ্ছা আমিই যাচ্ছি।

তামাকে লইয়া আসিল

কেদার। তারপর? জরুরী তার করে' ডেকে পাঠালেন কেন? সেই যে রাঁধুনীর মেয়ে—তাকেই শেষে বিয়ে করলো না কি?

বিশু। না—কত্তামশাই! ভগবান্ বাঁচিয়েছেন। সে বিয়ে হয়নি। রবীন অবশ্য সেই রাঁধুনী বামনী আর তার মেয়েকে কাল এ বাড়ীতেই এনে তুলেছিল। এই নিয়ে আমার সঙ্গে খুব ঝগড়া; কিন্তু রবীন বিয়ে করবেই। তারপর যা ঘটলো—সে বড় লজ্জার কথা!

কেদার। লজ্জার কথা! তা হ'লে থাক্। বলে কাজ নেই।

বিশু। না—না ভয় নেই। ভয়ের খবর কিছু নেই। শুনুন না—এখন তো মেলার সময়। কাল আমাদের ঐ বার বাড়ীর উঠোনে যাত্রা হচ্ছিলো—নলদময়ন্তী পালা। কল্‌কাতা থেকে কী এক সর্ব্বমঙ্গলা পার্টি নাকি—একদল আনিয়েছিলাম।

কেদার। যাত্রা? সর্ব্বমঙ্গলা পার্টি! ও হ্যাঁ—তারপর?

বিশু। তারপর যাত্রা তো ভাঙ্‌লো শেষরাত্রে। এদিকে কি হয়েছে শুনুন। সেই রাঁধুনী বামনী—তারা তো রাত্রে এখানেই ছিলো কিনা—সে করেছে কি? চুপি চুপি উঠে যাত্রার দলের সাজঘরের দিকে গিয়ে হাজির। ধরা পড়ে' গেল। একেবারে যাত্রাদলের সব লোক ছুটে এসে কেলেঙ্কারীর আর কিছু বাকী রইলো না।

কেদার। বলেন কি?

বিশু। লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। শোনা গেল নাকি বেহালার সুর শুনে উনি সেই বেহালা বাজিয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন।

কেদার। এ্যাঁ বেহালা বাজায়? যাত্রার দলে বেহালা বাজায়? তা হ'বে। এমন কত লোক ত বাজায়! আর—তা ছাড়া—না—না—না—এ হতে পারে না।—হ্যাঁ তারপর?

বিশু। তারপরই তো কেলেঙ্কারীর সুরু,—আমি তো সেই রাঁধুনীকে খুব বক্‌ছি—এমন সময় যাত্রাদলের কে একটা লোক এসে একেবারে তাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি তো তখুনি তাদের তাড়িয়ে দিলাম।

কেদার। এ্যাঁ—তাড়িয়ে দিলেন?

বিশু। তা দিলাম বৈ কি। আর মেয়েটা যে কী বেহায়া তা কী আর বলবো কত্তামশাই। সেই লোকটা ত তাকে শুভঙ্করী না কি একটা নাম ধরে ডাকলো--

কেদার। শুভঙ্করী! তুই কাদের শুভঙ্করী মা?

বিশু। তা আপনি অমন করছেন কেন?

কেদার। না—না—কিছু না। নামটা যেন কী বললেন?

বিশু। আজ্ঞে—ঐ যে বললাম্—শুভঙ্করী না শঙ্করী এই রকম একটা কি—

কেদার। শঙ্করী? আপনি শঙ্করীকে তাড়িয়ে দিলেন? ওরা কোন্ দিকে গেল?

বিশু। আজ্ঞে এই দিকে। কিন্তু আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না—

কেদার। এই দিকে? এই দিকে? শঙ্করী! শঙ্করী! শঙ্করী!

উন্মত্তবৎ ছুটিয়া প্রস্থান

বিশু। রবীন! শিগ্‌গীর এসো!

বেগে রবীন ও ভবানীর প্রবেশ

রবীন। কী হয়েছে? কী হয়েছে? বিশুবাবু?

ভবানী। উনি কোথায় গেলেন নায়েবমশাই?

বিশু। আমারই দোষ হয়েছে। কিন্তু কথা বলবার সময় নেই-
আসুন আমার সঙ্গে।

Stage ঘুরিয়া গেল

Stage revolves in dark

খ—মাঠ

যোগীন, শঙ্করী, গৌরী ও অধিকারী

অধিকারী। মা গো! আমি তোমার মুখ্যু ছেলে। না জেনে তোমায় লজ্জায় ফেলেছিলাম। আমায় ক্ষমা করো মা। তুমি যখন বাবা বলে ডাকলে মা—আমার বুকটা যেন কেমন করে' উঠ্‌লো; কিন্তু—

শঙ্করী। আপনার দোষ কি বাবা? মেয়েকে কি কথনো বাপের দোষ ধরতে আছে?

অধিকারী। মেয়ে—হ্যাঁ তা বল্‌তে পারো মা। এই যোগে—যোগে ছোঁড়াটাকে ত ছেলের মতোই কাছে রেখেছিলাম—হ্যাঁ তা বাবা বল্‌তে পারো মা—মুখ্যু বাপ্‌!

যোগীন। আপনি নিজেকে এত ছোট মনে করছেন কেন? আপনার ঋণ কি কখনো আমি শুধ্‌তে পারবো?

অধিকারী। চুপ্‌ কর্‌ তো ছোঁড়া। এ্যাক্টো করে করে' কথার বাঁধন শিখেছিস্‌ খুব। মাগো! এই ষোলোটা বছর ধরে' ওই পাগলটাকে নিয়ে সে আমার কী যে কষ্ট তা আর কী বল্‌বো মা? আমি আর পারি না মা—এইবার তোমার পালা। আচ্ছা মা! আমি চল্‌লাম—মুখ্যু বাপকে তুমি ক্ষমা করো মা।

প্রস্থানোদ্যত

যোগীন। ফনিবাবু! আমাকে কিন্তু ক'দিন ছুটি দিতে হবে।

অধিকারী। ওরে জানি! জানি! যাত্রা করে' খাই বলে' কি আর মানুষ নই আমরা? তোর ত' এখন থেকেই ছুটি—যতো দিন খুসী!

যোগীন কী যেন বলিতে গেল

তুই ভাবিস্‌ নি যোগীন! দল আমি যেমন করে হোক্‌ চালিয়ে নেবো। আচ্ছা, বেঁচে থাকি তো দেখা হ'বে। চললাম মা!

প্রস্থান

গৌরী। বাবা! আমরা কোথায় যাচ্ছি?

যোগীন। চলো মা! এমন জায়গায় যাই যেখান থেকে কেউ আমাদের খুঁজে বার করতে পারবে না। অনেক দুঃখ পেয়েছি—

এবার ভগবান যখন মুখ তুলে' চেয়েছেন—……। শঙ্করী! আজ মনে হচ্ছে—জীবনটা কি আশ্চর্য্য!

শঙ্করী। কেমন ছিলে? আমাকে ফেলে রেখে কেমন করে' ছিলে তুমি?

যোগীন। তোমাকে হারিয়ে যেমন করে থাকা সম্ভব। শঙ্করী! কিছু টাকা আমার জমেছে তাই দিয়ে দূরে—কেউ যেখানে জান্‌বে না—এমন একটি ছোট্ট গ্রামে ঘর বেঁধে আমরা থাক্‌বো। গৌরী—আমার গৌরীমার বিয়ে দেবো নতুন করে' সংসার সাজাবো। আর……পিছনে যাদের ফেলে এসেছি তাদের কথা ভুলবার চেষ্টা করবো।

নেপথ্যে কেদার

কেদার। শঙ্করী! শঙ্করী!

গৌরী। কে যেন তোমায় ডাক্‌ছে মা!

শঙ্করী উৎকর্ণ হইয়া শুনিল

নেপথ্যে কেদার। শঙ্করী! শঙ্করী!

শঙ্করী। কে? বাবার গলা যেন শুনলাম?

কেদারের প্রবেশ

কেদার। শঙ্করী! শঙ্করী!

শঙ্করী। বাবা!

ছুটিয়া কাছে আসিল

কেদার। শঙ্করী! মা আমার! এই বুড়ো বাপকে ফেলে' এতদিন কোথা ছিলি মা? আর আমি তোকে যেতে দেবো না। আর

নন্দিনী

জামাই মরে যাবার পর থেকে কেউ আমাকে হাসতে দেখেনি। তুমি আমাকে হাসাতে পারবে তো দিদি।

শঙ্করী সজল চক্ষে রসিকের মুখের দিকে চাহিল

রসিক। পারবে তো দিদি?

শঙ্করী মাথা নাড়াইয়া জানাইল "হ্যাঁ"

রসিক। বাস্, আর আমি কিছু চাই না। দাও ধানদূর্ব্বা দাও।

নেপথ্যে শঙ্খ ও উলুধ্বনি

তৃতীয় দৃশ্য

যোগীনের ঘর

শঙ্করী বসিয়া কি যেন বুনিতেছিল হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া রসিক নেপথ্য হইতে ডাকিয়া উঠিলেন

রসিক। (নেপথ্যে) দিদিমণি!—ও দিদিমণি!

শঙ্করী। কি বলছো দাদু?

রসিক। (নেপথ্যে) কিসের যেন শব্দ হল ধুপ্ করে?

শঙ্করী। কোথায়? কই না?

রসিক। (নেপথ্যে) হুঁ শব্দ হয়েছে! আমি শুনেছি! নিশ্চয়ই শব্দ হয়েছে।

পা টিপিয়া টিপিয়া বেহালা হাতে যোগীনের প্রবেশ

যোগীন। বল, তাল পড়লো।

শঙ্করী। ও কিছু নয় দাদু; তাল, তাল পড়লো।

রসিক। (নেপথ্যে) যোগীন এখনও আসেনি?

যোগীন। বল আসেনি!

শঙ্করী। না, বলতে পারবো না।

যোগীন হাত জোড় করিয়া পীড়াপীড়ি করিতে শঙ্করী বলিল

না—আসেনি।

বলিয়াই শঙ্করী হাসিতে হাসিতে খাটের উপর বসিল
যোগীন দরজা বন্ধ করিল।

যোগীন। আবার হাসি ছাখো।

বেহালা নামাইয়া রাখিল

এত হাসি কিসের?

শঙ্করী। তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলালে কেন? দাদুকে বলে দেবো। ও দা......

যোগীন শঙ্করীর মুখ চাপিয়া ধরিল

যোগীন। চুপ!

শঙ্করী। হুঁ।

যোগীন। বলতে হয়, এমন দু' একটা মিথ্যে কথা বলতে হয়।

শঙ্করী। হ্যাঁ হয়। চল খাবে চল।

যোগীন। কোথায় নীচে? পিসিমার কাছে?

শঙ্করী। না গো না। অতো বোকা মেয়ে আমি নই? খাবার তোমার এনে রেখেছি।

যোগীন। তুমি আমার সঙ্গে খাবে তো? একসঙ্গে খাবো?

আমি তোকে যেতে দেবো না। যোগীন! কাছে এস বাবা।
আমায় ক্ষমা করো। শঙ্করী!

শঙ্করী। বাবা!

কেদার। বল্ না ওকে মা! ওরে তোরা দু'জ'নেই আমাকে ক্ষমা কর।

যোগীন। এ কী বল্‌ছেন আপনি? আমাকে অপরাধী করবেন না।
এমন ত' কতো হয়।

কেদার। আঃ বুকখানা জুড়িয়ে গেল। বুকখানা জুড়িয়ে গেল।

শঙ্করী। গৌরী! মা! ইনিই তোমার দাদু!

গৌরী। দাদু? দাদু!

কেদারের নিকটে গেল

কেদার। দাদু! দাদু! আমার শঙ্করীর মেয়ে? ওরে কোথায়
ছিলি এতদিন? দেখি! দেখি! মুখখানি দেখি। আহা হা
ডাক্‌তো দিদি—দাদু বলে' আর একটিবার ডাক—এ ডাক্ কখনো
শুনিনি - ডাক্ ডাক্ একবার।

গৌরী। দাদু!

ভবানী, রবীন ও বিশুর প্রবেশ

রবীন। এই যে পিসেমশায়। এ কি!

ভবানী। কে? শঙ্করী? কোথায় ছিলি মা?

শঙ্করীকে বুকে টানিয়া লইল

শঙ্করী। এই ত' মা তোমার কাছে।

কেদার। ভবানী! দেখ! দেখ! ভাঙ্গা ঘরে আবার চাঁদ উঠেছে।
আমার ভাঙ্গা ঘরে আবার চাঁদ উঠেছে।

শঙ্করী। মা! ঐ তোমার নাতনী। তোমার ভাই-পোর সঙ্গে ওরই বিয়ের কথা হচ্ছিলো।

রবীন ও গৌরী একসঙ্গে মুখ টিপিয়া হাসিল

ভবানী। আয় তো দিদি আমার কাছে।

কেদার। এঁ্যা—তাই নাকি? হঁ্যা তাই তো। ওরে রবীন! এদিকে আয়। এদিকে আয়!

শঙ্করী। প্রণাম করো।

রবীন ও গৌরী একসঙ্গে প্রণাম করিল

কেদার। ভগবান্! তুমি সত্যিই করুণাময়! [ভবানীকে] ওগো! একটু ধানদুব্বো পেতাম—কিম্বা একটা শাঁখ। আজ আমার বড় আনন্দ।

দৌড়াইতে দৌড়াইতে নন্দবাবুর প্রবেশ

নন্দ। কৈ? কৈ? এঁ্যা—তা বেশ! তা বেশ!

কেদার। আসুন নন্দবাবু!

নন্দ। আমি কোথায় ভাবতে ভাবতে আস্ছি—যে শেষ পর্য্যন্ত একনম্বর ঠুকতেই হলো বুঝি! তা মশায়! আপনি খুব সামলে নিয়েছেন দেখছি।

কেদার। না—ঠোকাঠুকি তো এই সবে সুরু হোলো—

নন্দ। কি রকম?

কেদার। বুঝলেন না? আমরা দুটি বুড়ো জুটলাম কিন্তু ছিরিমণি যে একটি।

উভয়ে হাসিয়া উঠিল

Drop!